CMYK CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-233 ■ 25 May, 2026 ■ আগরতলা ২৫ মে, ২০২৬ ইং ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইবোলা সংক্রমিত দেশগুলিতে অপ্রয়োজনীয় সফর এড়াতে পরামর্শ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস)।। কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানে ইবোলা সংক্রমণের প্রাদুর্ভাবের জেরে ভারত সরকার ওই দেশগুলিতে বসবাসকারী ও সফররত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, স্থানীয় প্রশাসনের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জারি করা পরামর্শে বলা হয়েছে, "বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন-এর সুপারিশ অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদান-এ অপ্রয়োজনীয় সফর এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগজনক জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বান্ডিবুগিয়ো ভাইরাস স্ট্রেনের কারণে সৃষ্ট ইবোলা রোগের কোনও ঘটনা এখনও পর্যন্ত ভারতে ধরা পড়েনি।অন্যদিকে, আফ্রিকা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (আফ্রিকা সিডিসি) কঙ্গো এবং উগান্ডায় ছড়িয়ে পড়া বান্ডিবুগিয়ো স্ট্রেন ইবোলা ভাইরাসকে মহাদেশীয় জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তার জরুরি পরিস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

২২ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি কমিটিও সীমান্ত প্রবেশপথগুলিতে নজরদারি জোরদারের সুপারিশ করেছে। বিশেষ করে আক্রান্ত অঞ্চল থেকে আগত যাত্রীদের মধ্যে অজানা জ্বরের উপসর্গ শনাক্ত, মূল্যায়ন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কঙ্গো ও উগান্ডার প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ সুদানেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি।

ইবোলা একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রক্তক্ষরণজনিত জ্বর, যার মৃত্যুহারও অত্যন্ত বেশি। বর্তমানে বান্ডিবুগিয়ো স্ট্রেনের ইবোলা প্রতিরোধ বা চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কোনও অনুমোদিত টিকা বা চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও নেই।

ধর্মনগরের কাউন্সিলার মৃত্যু মামলায় গ্রেপ্তার এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মে ।। ধর্মনগরের যুবনেতা তথা পুর কাউন্সিলর রাহুল কিশোর রায়ের রহস্যজনক মৃত্যু মামলায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কঙ্কন চৌধুরীকে ধর্মনগরস্থিত তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ধর্মনগর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মীনা রানী দেববর্মা জানান, গত ৫ মে ২০২৬ রাহুল কিশোর রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে ধর্মনগর থানায় ডিএমএন পিএস ২৭/২৬ নম্বর মামলা রুজু করা হয়। মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৩২৯(৪), ১১৭(২), ৩৫১(৩) এবং ১০৮/৩(৫) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। তিনি জানান, ভৈরব সরণি এলাকার কঙ্কন চৌধুরীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। প্রাথমিকভাবে তার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অভিযুক্তদের ভূমিকা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি পলাতক বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযানও জোরদার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ধর্মনগর পুরপরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাহুল কিশোর রায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ তার নিজ ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই রাহুলের পরিবার এই মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে দাবি করে আসছে। পরিবারের অভিযোগ, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ এবং প্রাণনাশের হুমকির জেরেই রাহুল কিশোর রায়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাহুলের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিকে, গত ১৩ মে উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা আদালত এই মামলায় অভিযুক্ত তিন ব্যক্তির আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, মামলার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং বিষয়টি গভীর তদন্তসাপেক্ষ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মামলার তদন্ত জোরকদমে এগিয়ে চলছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দিকও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগে হোটেলে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে ।। অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে রাজধানীর বিকে রোডস্থিত বিজয়া প্যালেস হোটেলে অভিযান চালায় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। অভিযানের সময় হোটেলের একাধিক কক্ষে তল্লাশি চালানো হলেও, পুলিশের দাবি তেমন কোনো অবৈধ কার্যকলাপের প্রমাণ মেলেনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার একটি দল হোটেলে পৌঁছে কয়েকটি রুমে তল্লাশি চালায়। তবে অভিযানের মাঝেই হোটেল মালিকের সঙ্গে পুলিশের ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর আর হোটেলের বাকি কক্ষগুলিতে তল্লাশি চালানো হয়নি বলেও দাবি স্থানীয়দের একাংশের।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধ কার্যকলাপের নির্দিষ্ট অভিযোগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের ১২ বছরের কাজের হিসাব চেয়ে আজ থেকে রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে ।। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ১২ বছরের কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিল প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কালো টাকা উদ্ধার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু গত ১২ বছরে সেই প্রতিশ্রুতিগুলির অধিকাংশই পূরণ হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, নোটবন্দির সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এবং সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়েছে। পাশাপাশি জিএসটি ব্যবস্থার কারণে ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।

কংগ্রেসের দাবি, দেশে শিল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে, অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলেছে। পেট্রোল, ডিজেল থেকে শুরু করে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন দলের নেতৃত্ব।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক ইস্যু তুলে ধরে আগামী ২৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। বাজার, হাট ও বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় সভা ও প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছনোর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তারা।

আগরতলায় ইউপিএসসি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে ।। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কঠোর নিয়ম মেনেই রবিবার শহরের বিভিন্ন স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)এর পরীক্ষা। তার মধ্যে রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমিতেও ছিল একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। এদিন ও সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের বাইরে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

পরীক্ষা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় নির্ধারিত ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে প্রবেশ করলেও, অনেক পরীক্ষার্থীকে শেষ মুহূর্তে দৌড়ে কেন্দ্রে পৌঁছাতে দেখা যায়। তবে সকাল ৯টার পর পৌঁছানোয় পরীক্ষার্থীদের কাউকেই পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। নির্ধারিত সময় অতিক্রম করায় বহু পরীক্ষার্থীকে হতাশ হয়ে কেন্দ্রের বাইরে থেকেই ফিরে যেতে হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির বাইরে উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করা হয়। পরীক্ষার্থীদের প্রবেশের আগে কড়া তল্লাশি চালানো হয় এবং মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচসহ ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিষিদ্ধ করা হয়।

পরীক্ষা পরিচালনাকারী কর্মকর্তারা জানান, ইউপিএসসি-র নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়েছে এবং পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই নিয়ম কার্যকর করা হয়।

আগরতলায় বজ্রাঘাতে যুবকের মৃত্যু আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে ।। বজ্রাঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক যুবকের। আহত হয়েছেন আরও একজন। শুক্রবার বিকেলে আগরতলার নারায়ণপুর শ্রীপল্লী এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃত যুবকের নাম সুভাষ সরকার (৩৩)। তিনি মৃত সুকুমার সরকারের পুত্র বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তির নাম অজিত মালাকার। স্থানীয় সূত্রে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাঙ্গামাটিয়া থেকে দুর্লভ নারায়ণ

নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগ তদন্তের দাবিতে সরব সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ মে ।। রাঙ্গামাটিয়া থেকে দুর্লভ নারায়ণ সড়কের বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বিশেষ করে বড়দোয়াল কবরস্থান সংলগ্ন এলাকা এবং রাঙ্গামাটিয়া থেকে বড়দোয়াল যাওয়ার পথে দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। মাত্র কয়েক মাস আগে রাস্তার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলেও বর্তমানে সেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ ভেঙে গিয়ে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় অল্প সময়ের মধ্যেই রাস্তার এই বেহাল দশা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্বেই সিপিআইএম - এর দুর্লভ নারায়ণ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে জনপথ দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল। পাশাপাশি রাস্তার দুই পাশে ড্রেন, সাইড ওয়াল এবং সিডি কালভার্ট নির্মাণের দাবিও জানানো হয়।

অভিযোগ, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকার সমস্যা রয়েছে। ফলে নতুন রাস্তা নির্মাণ হলেও উপযুক্ত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় পরিস্থিতির কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। স্থানীয়দের দাবি, একাধিকবার প্রতিবাদ কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদান করা হলেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এদিকে আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জেরে কয়েকজনের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ৫ থেকে ৬ জনের নামে মোট পাঁচটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমনকি বড়দোয়াল পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সিপিআইএম-এর দুর্লভ নারায়ণ লোকাল কমিটির দাবি, নিম্নমানের রাস্তা নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি স্থায়ী জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশু ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে ।। ফুল দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাত্র ছয় বছরের এক নিষ্পাপ শিশুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক নাবালকের বিরুদ্ধে। মানবতার মুখে চরম কলঙ্কের দাগ এঁকে দেওয়া এই বিভীষিকাময় ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায়। অভিযুক্ত কিশোর পার্শ্ববর্তী বাড়িরই নবম শ্রেণীর ছাত্র বলে জানা গেছে। এই পৈশাচিক ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় শিশুটির বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না। জনশূন্য বাড়ির সেই সুযোগটাই নেয় অভিযুক্ত বখাটে কিশোর। ছোট্ট শিশুটির ফুলের প্রতি ভালোবাসাকে অস্ত্র বানিয়ে তাকে প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে নিয়ে যায় সে। এরপরই তার ওপর চালায় পাশবিক অত্যাচার।

শনিবার রাতে শিশুটি তার গোপনাঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং বিষয়টি তার মাকে জানায়। মেয়ের মুখ থেকে এই নৃশংসতার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। আজ, রবিবার সকালে এই খবর জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত কিশোরকে ধরে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ প্রশাসন।

নির্যাতিতা শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই তেলিয়ামুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত নাবালকের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় পকসো আইনে মামলা নথিভুক্ত করে ঘটনার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে দুই গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে ।। চালকের অসাবধানতাকে কেন্দ্র করে ফের পথ দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে। সালথাং মনু ভিলেজ সংলগ্ন এলাকায় একটি বোলেরো পিকআপ ও টাটা পাঞ্চ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন এক দম্পতি। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, টিআর০৮- ই -০৭১৯ নম্বরের একটি টাটা পাঞ্চ গাড়িতে করে এক দম্পতি শ্বশুরবাড়ি থেকে জোলাইবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা টিআর০৮- এ - ১৬১৯ নম্বরের একটি বোলেরো পিকআপ রাস্তার ডান দিক থেকে বাম দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

দুর্ঘটনায় টাটা পাঞ্চে থাকা দম্পতি গুরুতরভাবে আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তিপ্রা মথার দক্ষিণ জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়ি পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় তিনি স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে নিজের গাড়িতে করে দ্রুত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে আহতরা সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মনপাথর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িকেই আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, চালকের অসাবধানতাই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ওই অংশে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, অতিরিক্ত গতি এবং ট্রাফিক নিয়ম অমান্যের কারণেই বারবার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি তুলেছেন তারা।

স্করপিউ থেকে উদ্ধার বিপুল এসকফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৪ মে।। ধলাই জেলার আমবাসা থানাধীন নাকা চেকপোস্টে পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় সাফল্য মিলেছে। অভিযানে একটি স্করপিও গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ এসকফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে নিয়মিত তল্লাশির সময় টিআর-০১-এএল-০৩১৪ নম্বরের একটি স্করপিও গাড়িকে থামানোর সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু গাড়ির চালক আচমকাই নাকা চেকপোস্ট ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে। এরপর পুলিশ ধাওয়া করলে চালক নাইলাহা বাড়ি এলাকার জঙ্গলের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK
Page 1.pmd 1 25-05-2026, 01:32

জাগরণ
আগরতলা, ২৫ মে, ২০২৬ ইং
১০ জৈষ্ঠ্য, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

নেশার কবলে হাবুডুবু খাইতেছে যুবসমাজ

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্লোগান যেন স্লোগান সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবে নেশার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে গোটা যুবসমাজ। গৃহবধূরাও খাবডুবু খাইতেছে নেশার কবলে। স্কুল কলেজ পরওয়ারা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। গন্ধহীন ও সেরা পথে নেশা গ্রহণ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। একাধিক সচেতনতা শিবির এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় একের পর এক এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর ক্যাম্প করা হইলেও মরণব্যাধি এইডস দ্রুত ছড়াইতেছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চনপুর,আনন্দবাজা,থুমসরাইপাড়া এলাকার অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হইতে। এইডসে আক্রান্তে উত্তর জেলার মধ্যে শীর্ষে দামছড়া। শিরাপথে মাদক নেওয়ার ফলে দ্রুতগতিতে ছড়াইছে এইডস সংক্রমণের রোগী। জনজাতি বাঙ্গালী বহু যুবতি গৃহবধূ শিরাপথে মাদক গ্রহন করায় তাহারা এইডসে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের একটা ছোট অংশ যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় অনেক যুবকের শরীরে এইডস পাওয়া যাইতেছে। যাহা উদ্বেগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে মরণব্যাধি এইডসের সংক্রমণ। গ্রাম পাহাড় সমতল সর্বত্র যুবতী কিশোরী এবং গৃহবধূ মহিলাদের শিরাপথে মাদক গ্রহন করিবার প্রবনতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উত্তরের দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং জম্পুই হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডসপ্রতিরোধে ওএসটি সেন্টার খোলা হইয়াছে। কিন্তু ওএসটি গুলি মাদক সেবনকারী বা শিরাপথে মাদক নেওয়া নেশা গ্রস্থ যুবক যুবতী গৃহবধূদের যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। বর্তমানে শিরাপথে মাদক গ্রহনকারী যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এইডসের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা এইডস দপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করিলেও এর প্রতিরোধে তেমন জুৎসই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়িতেছে না। রাজ্য জুড়িয়া এইডস প্রতিরোধে রোডম্যাপ এখনো তৈরি হয় নাই।উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িবার কারন শিরাপথে যুবক যুবতীরা প্রতিনিয়ত মাদক গ্রহন করায়।একদিকে শিরাপথে মাদক গ্রহন এবং গন্ধহীন গুড়ো নেশা সামগ্রী কিভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষিত প্রজন্মকে ধংস করিতেছে তাহা উত্তর জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মাদক ব্যবহারকারী যুবক যুবতীদের বায়োডাটা দেখিলেই প্রমাণিত। এলাকার মাদক ব্যবহারকারীরা অনেকেই এম এ, এগ্রি বি এস সি এবং কলেজের পাঠ অর্ধসমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় বন্ধুদের সাথে প্রথমবার একদিন শখ করিয়া ড্রাগস নিয়াছিল। পুজো পার্বন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের প্রচলন থাকায় তাহাদের একটু আকটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল ।কিন্তু ড্রাগস থেকে তাহারা দূরে ছিলো। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া প্রথমবার ড্রাগস নেওয়ার পর তাহাদের নাকি মনে হইয়াছিল এই নেশায় তৃপ্তি আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু ছাড়িয়া ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা। ক্রমশ নেশার চাহিদায় বর্তমানে শিরা পথে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নিতেছে তাহারা । এই নেশার কবলে পড়িয়া বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে একদিকে ড্রাগসের নেশা ,অন্যদিকে তাহাদের খরচ মিটাইতে মাদক সেবনকারিদের গোটা পরিবার সর্বশান্ত হইয়া পড়িতেছে । তাহাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে টানিয়া আনিবার কোন রোডম্যাপ তৈরি করিতে পারিতেছে না রাজ্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য এইডস কন্টোল বোর্ড। অথচ এর জন্য বৎসরে কোটি কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ হইতেছে।দেখা যাইতেছে বহু ড্রাগস আক্রান্ত পড়ুয়া বাড়ির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকিলেও কষ্ট করিয়া পড়াশোনা চালাইয়া যাইতেছিল। ভালো পড়াশোনা করিয়া সরকারি চাকুরী করিবার স্বপ্ন ছিল তাহাদের। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া ড্রাগসের স্বাদ নিতে গিয়া তাহাদের জীবনটা অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু এই দুই চারজন মেধাবী যুবক নয় , শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গন্ধহীন এবং শিরাপথে নেশার টানে ধংস হইয়া যাইতেছে। এক কথায় বতর্মান প্রজন্ম ড্রাগসের কবলে পড়িয়া বিনাশ হইয়া যাইতেছে। আর অভিভাবকেরা দিশাহারা। শিরা পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নিতে গিয়া এইডসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। স্কুল কলেজের বাথরুমে, মাঠে পাওয়া যাইতেছে ড্রাগস ব্যবহার করা সিরিঞ্জ। মারাত্মক অবস্থা চলিতেছে। গন্ধহীন মাদকের বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে প্রচার চালানোর পরও দিন দিন মাদকের বাড়বাড়ন্তে অভিভাবকদের মধ্যে চিন্তার ভাজ, দিশেহারা অভিভাবকেরা। মাদক মুক্ত সমাজ, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা শ্লোগান যেন বিদ্রুপ করিয়া হাসিতেছে।রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটি যেভাবে ঢাকঢোল পিটাইয়া তাহাদের প্রচার করিতেছে যদি তাহার অর্ধেকও কাজ করিত তাহা হইলে এইডস কিছুটা প্রতিরোধ করা যাইত বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সমাজ থেকে নেশার এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশ রাজ্য ও সমাজকে বাঁচাইতে হইলে সকলকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ইন্ডিয়া জোটের দেশ জ্বালানোর ষড়যন্ত্র সফল হবে না', রাহুলের মন্তব্যে তোপ পীযূষ গোয়েলের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-র সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়াল অভিযোগ করেন, বিরোধী দলগুলি দেশে অস্থিরতা তৈরির চক্রান্ত করছে এবং 'ইন্ডিয়া' জোটের পরিকল্পনা কখনও সফল হবে না।কংগ্রেসের সংখ্যালঘু উপদেষ্টা কমিটির এক বৈঠকে রাহুল গান্ধী নাকি মন্তব্য করেছিলেন, "আগামী এক বছরের মধ্যে মোদি সরকার পড়ে যাবে।" তাঁর দাবি, দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসন্তোষ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ তৈরি করবে।

এই মন্তব্যের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ কড়া প্রতিক্রিয়া জানান পীযূষ গোয়েল। তিনি লেখেন, "রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্য কংগ্রেস, বিরোধী দল এবং টুলকিট গ্যাংয়ের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। এটি সাধারণ মন্তব্য নয়, বরং দেশে অরাজকতা তৈরির পরিকল্পনা।"

তিনি আরও বলেন, "যখন রাহুল গান্ধী ও তাঁর সহযোগীরা বুঝতে পারলেন যে, দেশের মানুষের হৃদয় থেকে নরেন্দ্র মোদী-কে সরানো সম্ভব নয় এবং গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি-কে পরাজিত করা যাচ্ছে না, তখন তাঁরা দেশে হিংসা উস্কে দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন।"

গোয়েলের অভিযোগ, কংগ্রেস দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপমান করছে। তিনি বলেন, "দেশের মানুষ যথেষ্ট সচেতন। তারা রাহুল গান্ধী, বিরোধী শিবির এবং দেশবিরোধী শক্তিগুলিকে খুব ভালোভাবেই চেনে। ইন্ডিয়া জোটের দেশকে অশান্ত করার চক্রান্ত কখনও সফল হবে না।" এদিকে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র-ও রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধী অতীতেও এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। ২০১৯ সালেও তিনি বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন মানুষ রাস্তায় নেমে প্রধানমন্ত্রীকে লাঠি দিয়ে মারবে।" অন্যদিকে, একই বৈঠকে কংগ্রেস নেতা ইমরান মাসুদ মুসলিম সমাজের সঙ্গে দলের যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক বার্তা নতুনভাবে গড়ে তোলার কথা বলেন। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই বিতর্ক আরও তীব্র হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বলিউডে রবীন্দ্রসংগীত

অভিজিৎ রায়

ভারতীয় সংস্কৃতির মহীরুহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কোনও বিষয় বা পর্যায় নিয়ে গান লেখেননি যা মানুষের ভাবনায় আসতে পারে। তাই ভাষা ও সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে রবীন্দ্রসংগীত চিরন্তন। শুধুমাত্র বাংলা ছবিতেই নয়, যুগের পর যুগ হিন্দি ছবিতেও ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা একাধিক গান। এদের অনেকগুলিই জনপ্রিয়তার সীমানা ছুঁয়েছে। তবে সব গানই যে হুবহু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ধরে ধরে গাওয়া হয়েছে, তা কিন্তু নয়। মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যায়, হিন্দি গানগুলি যেন সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতগুলিকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে ধরে গীত হয়েছে। আর সেখানেই সেই সব সুরকারদের মুন্সিয়ানা। তাই সেগুলি শেষ অবধি তাঁদের গান হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান হিন্দি ছবিতে প্রথম আনেন সুরকার ও গায়ক পঙ্কজ মল্লিক। ১৯৪২ সালে নির্মিত জলজলা সিনেমাতে। "খর বায়ু বয় বেগে চারিদিক চায় মেঘে"-র সুরে গান "পাওয়ান চালে জোর"। সঙ্গীত পরিচালক- পঙ্কজ মল্লিক, গায়ক কে এল সায়গল।

১৯৪৯ সালে মুক্তি পাওয়া "দো ভাই" ছবিতে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় "রোদন ভরা এ বসন্তে" গানটির অনুকরণে "মেরা সুন্দর স্বপ্না বিত গায়া" গানটি করেছিলেন শচীন দেববর্মন। সুরের সঙ্গে শতভাগ মিল থাকলেও নতুন কথা নিয়ে গানটি করেছিলেন শচীন। ঠিক পরের বছর ১৯৫০ সালে মুক্তি পাওয়া "অফসর" ছবিতে শচীন দেববর্মন আবার আশ্রয় নিলেন রবীন্দ্রনাথের। ওই ছবিতে "নায়েন দিবানি এক নাহি মানে" গানটির সুর পুরোপুরি "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে" গানের অনুকরণে করেছেন।

"প্যার কিয়া তো ডরনা কেয়া"র

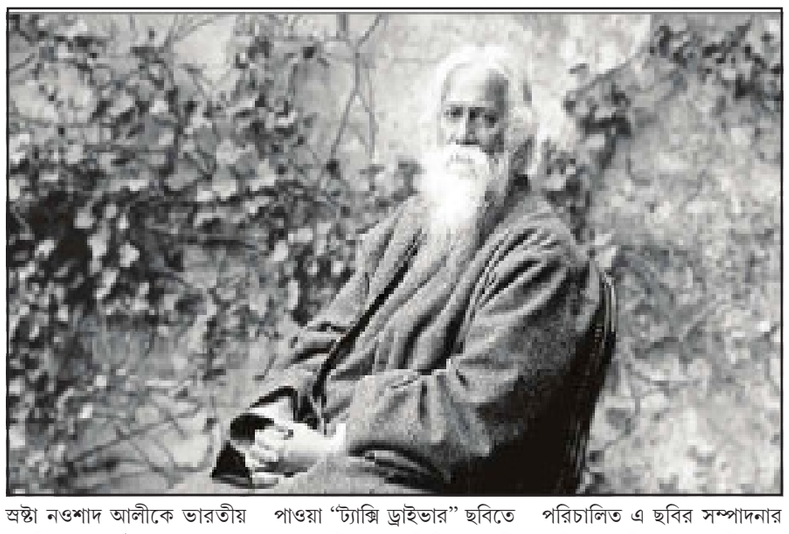

স্রষ্টা নওশাদ আলীকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বকালের অন্যতম সেরা সংগীত পরিচালক বলা হয়ে থাকে। বলিউডের সবচেয়ে হিট বেশ কিছু ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন তিনি। মেলোডি সুরকার হিসেবে তিনি অতুলনীয়। এই সুরকার রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর অন্যতম আলোচিত গান "বচপন কে দিন ভুলা না দেনা" গানটিতে। ১৯৫১ সালে মুক্তি পাওয়া "দিদার" ছবির এই গানটি পুরোপুরি কবিগুরুর "মনে রবে কিনা রবে আমারে" গানটির অনুকরণ। ১৯৫৪ সালে মুক্তি পাওয়া "ট্যাক্সি ড্রাইভার" ছবিতে "হে ক্ষণিকের অতিথি" গানটি রূপান্তর করেন "যায়ে তো যায়ে কাঁহা" শিরোনামে। তালাত মাহমুদের কণ্ঠে গানটি দেব আনন্দের ঠোঁটে দেখা গেছে। সুরকার সেই শচীন কর্তা। ১৯৫৪ সালের ছবি বিরাজ বহু-তে "মেরে মন ভুলা ভুলা কাহে দোলে"... গাইলেন হেমন্ত কুমার। সেটি রবীন্দ্রনাথের ওই গানের সুরেই গাওয়া। গেয়েছিলেন আমাদের হেমন্তকুমার। গানটির কথা প্রেম ধাওয়ানের এবং ছবিটির সুরকার ছিলেন সলিল চৌধুরি। বিমল রায় পরিচালিত এ ছবির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন হৃষিকেষ মুখোপাধ্যায়। একই বছর সুরকার অনিল বিশ্বাস বিখ্যাত "ওয়ারিশ" ছবিতে "রাহি মাতওয়ালি" গানটি পুরোপুরি করেছেন রবীন্দ্রনাথের "ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল" গানের অনুকরণে। এ গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন দু'জন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী তালাত মাহমুদ ও সুরাইয়া জামাল শেখ। অমিতাভ-জয়া জুটির "অভিমান" ছবিটি দেখেননি, এমন বয়স্ক দর্শক খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ ছবির সব কটি গানই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেখানেই অমিতাভ ও জয়া দু'জনেই সংগীতশিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এ ছবিতে জনপ্রিয়তা পাওয়া "তেরে মেরে মিলন কি ইয়ে র‍্যায়না" গানটি পুরোপুরিই "যদি তারে নাই চিনি গো" গানের অনুকরণে। গানটির সুর নিলেও নতুন কথায় বেঁধেছিলেন শচীন দেববর্মন। কণ্ঠ দিয়েছিলেন কিশোরকুমার ও লতা মঙ্গেশকর। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৭ সালে মুক্তি "টুটে খিলোনে" মুক্তি পায়। এ ছবিতে বাপ্পি লাহড়ি রবীন্দ্রনাথের "ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি" অনুকরণে করেন "নানহা সা পাঞ্ছি রে তু" গানটি। গানে কণ্ঠ দেন কিশোর কুমার। "তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা" গানটি বহুশ্রুত রবীন্দ্রসংগীত। এ গানের সুরের অনুকরণে করা "ছুঁকর মেরে মন কো" বলিউডে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারে আরেক মাইলফলক। ১৯৮১ সালে রাজেশ রোশনের সংগীতায়োজনে "ইয়ারানা" ছবির এই গানে কণ্ঠ দেন কিশোরকুমার। অমিতাভ ঠোঁট মিলিয়েছেন রোমান্টিক এই গানের সঙ্গে।

১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া নানা পাটেকর ও মনীষা কৈরালা অভিনীত "যুগপুরুষ" দারুণ হিট হয়। ওই ছবিতে "বন্ধন খুলা পাঞ্ছি উড়া" গানের সঙ্গে মনীষার নাচ বেশ লেগেছিল দর্শকের। রাজেশ রোশনের "বন্ধন খুলা পাঞ্ছি উড়া" সুর নেওয়া হয় "পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে" থেকে। মূল কথার সঙ্গে কোনও মিল না থাকলে ভিডিও দেখলে মনে রবীন্দ্রনাথের কথার সঙ্গে মিল আছে দৃশ্যায়নে। "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" গানের ছায়ায় "পিয়ু বলে পিয়া বলে" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস "পরিণীতা" নিয়ে প্রদীপ সরকারের চলচ্চিত্র "পরিণীতা"তেও আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" গানের ছায়া অবলম্বনে শান্তনু মৈত্র সুর করেন "পিয় বলে পিয়া বলে" গানটি। সোনু নিগম ও শ্রেয়া ঘোষাল কণ্ঠ দিয়েছেন এই গানে। অভিনয় করেছেন বিদ্যা বালান ও সাইফ আলী খান।

(ঋণ স্বীকার: দৈনিক প্রথম আলো ও ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম)
(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারত সীমান্তে কাঁটাতার আবার আলোচনায় উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন বাংলাদেশের দলগুলোর

মুকিমুল আহসান

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর গত শনিবার রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নেয় বিজেপি। সোমবার এই সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সংক্রান্ত। এই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফকে ৪৫ দিনের মধ্যে জমি বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলে বৈঠক শেষে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমতে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের দুই হাজার ২১৬ কিলোমিটারের সীমান্ত রয়েছে।

মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গত ১৫ বছর রাজ্য ক্ষমতায় ছিল, তখন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই তুলে আসছিলেন। নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে সরকার গঠনের পর প্রথমেই সীমান্তে বেড়া দেওয়া নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিলেন তারা। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। ২০২৪ সালের পাঁচই আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়।

সেই সময়ে বাংলাদেশের একাধিক সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বাংলাদেশের বিজিবি কিংবা ওই সব এলাকার বাসিন্দাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনাও দেখা যায়। আবার ভারতের পাশ থেকে বাংলাদেশে পুশইনের অনেক ঘটনাও সংবাদ মাধ্যমে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া সংক্রান্ত তৎপরতা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে ক্ষমতাসীন বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, এর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এসব দলের নেতাদের কেউ কেউ।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে "ভয় দেখানো যাবে না" বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা।

যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব বিষয়। তবে সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিজিবি সার্বক্ষণিক সতর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি।

কোনো অঙ্গরাজ্য নয়, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বাংলাদেশের, এই মন্তব্যও করেছেন তিনি।

এদিকে, বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বলছে, এই বেড়া নির্মাণের মাধ্যমে "বিভেদের দেওয়াল" তৈরি করছে ভারত, যে কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগে নজর রাখছে তারা।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য চার হাজার ৯৬ দশমিক ৭ কিলোমিটার। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ তাদের তথ্যে বলা আছে, এই সীমান্তের ৮৬৪ কিলোমিটার বেড়া নির্মাণ বাকি রয়েছে। এর মধ্যে আবার ১৭৪ কিলোমিটারেরও বেশি অংশ রয়েছে যেখানে জমি অধিগ্রহণ ও ভূমিধস সমস্যা এবং কিছু এলাকায় জলাভূমি রয়েছে।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সীমানা রয়েছে তার মধ্যে বড় অংশই পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশটির লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে সীমান্ত রয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত রয়েছে দুই হাজার ২১৬ কিলোমিটার, তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৬৫৩ কিলোমিটারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করেছে দেশটি। পশ্চিমবঙ্গে ৫৬৩ কিলোমিটার সীমান্ত কাঁটাতার দেওয়া বাকি রয়েছে।

বিএসএফের সাবেক মহাপরিচালক পি কে মিশ্রর মতে, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে গ্রামবাসীদের জমি অধিগ্রহণের চ্যালেঞ্জটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এবার বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিজেপির অমিত শাহ-র দফতর থেকে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করলে কূটনীতিক বিশ্লেষকরা মনে করেছিলেন, দুই দেশের সম্পর্কে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল সেটি অন্তত লাঘব হবে। তবে বাংলাদেশে নতুন সরকার আসার পাশাপাশি ভারতের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারেও।

সীমান্ত সুরক্ষিত করতে ৬০০ একর জমির প্রয়োজন, তা 'বিএসএফকে দিচ্ছে না মমতা ব্যানার্জী, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই সেই জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে'। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই সীমান্তের বাকি অংশে কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরুতেই উদ্যোগ নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ত্রিপুরার সাথে ৮৬৫ কিলোমিটার, মেঘালয় রাজ্যের সাথে ৪৪৩ কিলোমিটার, মিজোরামের সাথে ৩১৮ কিলোমিটার এবং আসাম রাজ্যের সাথে রয়েছে ২৬৩ কিলোমিটারের সীমানা।

বাংলাদেশে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরে ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল বটে। কিন্তু ভারত সরকার সে সময় থেকেই বাংলাদেশে নির্বাচনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছিল।

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে গত শনিবার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার প্রথম বৈঠকেই বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি আসেনি, তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অবস্থান জানিয়েছেন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "কাঁটাতার দিয়ে বাংলাদেশের মতো দেশকে এখন ডর দেখানোর মতো কোন জায়গা নাই।" 'বাংলাদেশের মানুষ কাঁটাতার ভয় পায় না। বাংলাদেশের সরকারও কাঁটা তার ভয় পায় না। যেখানে আমাদের কথা বলা দরকার, আমরা কথা বলবো,' সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, "সীমান্তে ভারতেরও দেখাতে হবে মানবিক অ্যাপ্রোচ, ডিলিং উইথ সিকিউরিটি। এখানে যদি গুলি মেরে মানুষ হত্যা করা হয় বা তারে ঝুলাইয়া ফেলে রাখবেন, যেগুলো আমরা দেখছি হাসিনার সময়, ওই নমুনায় বর্ডার আর কোনোদিন ইনআল্লাহ আসবে না।" "আর ওই নমুনায় যদি কেউ বর্ডার করতেও চায় তাহলে এই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ না যে বসে বসে দেখবে। এই বাংলাদেশের পরিকল্পনা আছে, কি করতে হবে। ইনশাআল্লাহ আশা করি ওই পথে যাবে না," বলেন মি. কবির। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বরাবারই গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ ইস্যু। বাংলাদেশ নিয়ে সেখানকার নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনেও বাংলাদেশের নাম এসেছে বিভিন্নভাবে। এছাড়া, "বাংলাদেশি" তকমা দিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা নিয়ে উদ্বেগ ও আলোচনাও রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী বলছে, ভারতের এই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নতুন না, তবে এটি যদি বাংলাদেশের মর্যাদাহানির কারণ হয় তাহলে সেটি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেবে তারা। দলটির কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, 'কাঁটাতারের বেড়া যদি তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য দেয় সেই অধিকার তাদের আছে। তবে বেড়া দেওয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় আরেকটা রাষ্ট্রের মর্যাদাহানি বা অন্যের ভূমি দখল, তাহলে সেটি হবে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত, আরেকটি রাষ্ট্রের ওপর হস্তক্ষেপ'।

তিনি বলেন, বিরোধী দল এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রেখেছে। ভারতের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তায় যদি কোনো ধরনের বিঘ্ন ঘটে, তাহলে বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে নীরব থাকবে না জামায়াতে ইসলামী।

শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভারতবিরোধী অবস্থান নিয়ে সরব হতে দেখা গেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির নেতাদের অনেককে। দলটি মনে করছে, পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকারের সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্তটি যতটা না নিরাপত্তার, তার চেয়েও বেশি রাজনৈতিক। এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'বাংলাদেশ- ভারত সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোও এটা নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু বিজেপি শুরু থেকে এটা নিয়ে তোয়াক্কা করছে না'। 'কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে তারা আমাদের এখানে বিভেদের দেওয়াল তুলতেছে। আমরা মনে করি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং এটির সম্মানজনকভাবে সমাধান সম্ভব,' যোগ করেন তিনি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স মনে করেন, উদ্দেশ্য যদি হয় অনুপ্রবেশ বন্ধ, সেটি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঠেকানো কঠিন। তিনি বলেন, ভারতের সাথে অনেক সমস্যা আছে সেগুলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় জ্যোতিশ্রাস্ত্রের উপর একদিনের এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

ফলতা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ১৪, ৫১৪ ভোটে এগিয়ে, চতুর্থ স্থানে তৃণমূল

কলকাতা, ২৪ মে (আইএএনএস): ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ভোটগণনার পঞ্চম রাউন্ড শেষে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। রবিবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় তিনি ১৪,৫১৪ ভোটে এগিয়ে আছেন।
ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা পঞ্চম রাউন্ড শেষে মোট ৩০,৫৬২ ভোট পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন শম্ভুনাথ কুর্মি, যিনি পেয়েছেন ১৬,০৪৮ ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস প্রার্থী আবদুর রাজ্জাক-এর প্রাপ্ত ভোট ৩,৫১০। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, জাহাঙ্গীর খান মাত্র ১, ৬৮৫ ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। এই কেন্দ্রে মোট ২১ দফায় ভোটগণনা হবে। দুপুর ১টার মধ্যে ফলাফলের চিত্র আরও স্পষ্ট হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপির জয় অনেকটাই নিশ্চিত ধরে নেওয়া হলেও মূল আগ্রহ ছিল দ্বিতীয় স্থানের লড়াই নিয়ে। সিপিআই(এম) প্রার্থী তৃণমূলকে টপকাতে পারেন বলে অনুমান থাকলেও, কংগ্রেস প্রার্থীও তৃণমূলের থেকে বেশি ভোট পাবেনএমনটা অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম কোনও নির্বাচনে সিপিআই(এম) ভোটের নিরিখে তৃণমূলকে ছাড়িয়ে গেল বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিকে ভোটগণনা কেন্দ্রের বাইরে নিরাপত্তা ছিল কড়া। বিজেপি প্রার্থীর ব্যবধান বাড়তেই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান এবং তাঁর এজেন্টদের ভোটগণনা কেন্দ্রে দেখা যায়নি। পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ার পর তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি লড়াইয়ে ছিলেন।

দেরাদুনে জমি প্রতারণা মামলায় কংগ্রেস কাউন্সিলর গ্রেফতার, জাল নথি তৈরি করে কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ

দেরাদুন, ২৪ মে (আইএএনএস): দেরাদুনে সংঘবদ্ধ জমি প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কংগ্রেস কাউন্সিলর অমিত ভান্ডারি ওরফে দীপুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
পুলিশের দাবি, অমিত ভাণ্ডারি ও তাঁর সহযোগীরা জাল এবং ভুয়ো নথি ব্যবহার করে জমি বিক্রির প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছিলেন।
এর আগে শুক্রবার একই মামলায় মূল অভিযুক্ত প্রতারক প্রদীপ সাকলানি এবং তাঁর সহযোগী অজয় সজওয়ান-কে গ্রেফতার করা হয়। পরে শনিবার অমিত ভাণ্ডারিকেও গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গত বছরের অক্টোবর মাসে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল।
তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রতারণা ও জালিয়াতি সংক্রান্ত একাধিক মামলায় প্রদীপ সাকলানির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ২৭টি এফআইআর নথিভুক্ত রয়েছে।
শহরের পুলিশ সুপার প্রমোদ কুমার জানান, জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রদীপ সাকলানি প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম প্রকাশ করেন। এরপর বিশেষ তদন্তকারী দল সন্দেহভাজনদের জেরা আরও জোরদার করে।
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা মহারাষ্ট্রে বসবাসকারী এক বৃদ্ধার দেরাদুনের জমির মালিকানার নথি জাল করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওই বৃদ্ধার দুই ছেলের ভুয়ো মৃত্যু সনদও তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ, যাতে জমির মালিকানা জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেদের নামে দেখানো যায়।
পুলিশের অভিযোগ, জাল নথির সাহায্যে একই জমি তিনজন আলাদা ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হয় এবং বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হন।পুলিশ জানিয়েছে, মামলায় অমিত ভাণ্ডারির সরাসরি জড়িত থাকার যথেষ্ট প্রমাণ সামনে আসার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক হওয়া আরও কয়েকজনকে আপাতত পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, কারণ তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রমাণ মেলেনি। যদিও তদন্তে প্রয়োজনে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতারণা চক্রের আরও বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সন্ধান পেতে মূল অভিযুক্ত প্রদীপ সাকলানির পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হতে পারে।

উত্তর-পূর্বে মৎস্য উন্নয়নে ৩২.১৫ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মৎস্য খাতকে আরও শক্তিশালী করতে প্রায় ৩২.১৫ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং। রবিবার মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৫ মে আইজল-এ অনুষ্ঠিত হবে "রিজিওনাল রিভিউ মিটিং: নর্থইস্টার্ন রিজিয়ন ২০২৬"।
এই প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৎস্য অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক জলচাষ পদ্ধতির প্রসার এবং উপভোক্তাদের জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এস.পি. সিং বাঘেল এবং জর্জ কুরিয়ান। এছাড়াও অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরা-এর মৎস্য ও পশুপালন দফতরের মন্ত্রীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।
কেন্দ্র ও উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবেন। পাশাপাশি কৃষক কল্যাণ, জীবিকা উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই বৃদ্ধির কৌশল নিয়েও আলোচনা হবে।
অনুষ্ঠানে বহুমুখী দুগ্ধ সমবায় সমিতি (এমডিসিএস)-র সম্প্রসারণের জন্য গ্রামভিত্তিক সমীক্ষাও শুরু করা হবে। পাশাপাশি আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার নিয়ে সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র এবং "গুড হাসবেন্ড্রি প্র্যাকটিসেস ইন পিগ ফার্মিং" শীর্ষক একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হবে।
এছাড়া মিজোরাম মিল্ক প্রোডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড-এর 'মুলকো গরুর ঘি' উদ্বোধন, 'মিজো ক্যাফে' এবং একটি এফপিও অফিস-কাম-সেল আউটলেটেরও সূচনা হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপভোক্তাদের মধ্যে ফিশারিজ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) সহ বিভিন্ন শংসাপত্র বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি সেরা মৎস্য স্টার্টআপ এবং মৎস্য সমবায়গুলিকেও সম্মানিত করা হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপভোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শুনবেন এবং ভবিষ্যতে আরও সহায়তার উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন। মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ শক্তিশালী করা, রফতানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান তৈরির মতো বিষয়ও আলোচনায় গুরুত্ব পাবে।

'গ্রেট নিকোবর প্রকল্প' ভারতের সামুদ্রিক শক্তি বাড়াবে, চীনের কৌশল মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): ভারতের কৌশলগত ও সামুদ্রিক শক্তিকে আরও মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে 'গ্রেট নিকোবর প্রকল্প'। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প ভারতকে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, চীনের বাড়তে থাকা সামুদ্রিক প্রভাব মোকাবিলার ক্ষেত্রেও বড় সুবিধা এনে দিতে পারে।
চলমান এই প্রকল্পের লক্ষ্য গ্রেট নিকোবার দ্বীপ-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করা। আন্তর্জাতিক পূর্ব-পশ্চিম নৌবাণিজ্য পথের কাছাকাছি অবস্থানের সুবিধা কাজে লাগিয়ে বিদেশি ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দরের উপর ভারতের নির্ভরতা কমানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
প্রকল্পটি ভারতের প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হচ্ছে।
পাশাপাশি আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
এই বন্দরের অন্যতম বড় সুবিধা হল এটি আন্তর্জাতিক পূর্ব-পশ্চিম শিপিং রুট থেকে মাত্র ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থিত এবং এখানে প্রাকৃতিকভাবে ২০ মিটারেরও বেশি গভীর জল রয়েছে। এর ফলে বড় জাহাজের যাতায়াত সহজ হবে এবং ভারতকে কলম্বো, সিঙ্গাপুর এবং পোর্ট ক্লাং-এর মতো বিদেশি বন্দরের উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর অবস্থান। এটি মালাক্কা প্রণালী-এর খুব কাছাকাছি, যা চীনের বাণিজ্য এবং অপরিশোধিত তেল আমদানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষকদের ভাষায়, এটি চীনের তথাকথিত 'মালাক্কা ডিলেমা'-কে আরও তীব্র করতে পারে।
প্রাক্তন সেনা আধিকারিক সঞ্জয় আইয়ার বলেন, "গ্রেট নিকোবর প্রকল্প সাম্প্রতিক দশকগুলিতে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পদক্ষেপ। এটি পূর্ব ভারত মহাসাগরে ভারতের স্থায়ী উপস্থিতি এবং নজরদারি ক্ষমতা বাড়াবে।"
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের বন্দরগুলিতে এখনও বড় জাহাজের জন্য পর্যাপ্ত গভীর জলের সুবিধা নেই। ফলে বিপুল পরিমাণ পণ্য পরিবহণ এখনও বিদেশি বন্দরের মাধ্যমে হয়, যার কারণে ভারতের বড় আর্থিক ক্ষতি হয়।
এই পরিস্থিতিতে গ্যালাথিয়া উপসাগর-এ আন্তর্জাতিক কনটেনার ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট (আইসিটিপি) গড়ে তোলা হচ্ছে। বিমানবন্দর, টাউনশিপ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের সঙ্গে এটিই গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অবকাঠামো হয়ে উঠবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চীন যেখানে বিভিন্ন দেশে বন্দর ও সামরিক পরিকাঠামো তৈরি করছে, সেখানে গ্রেট নিকোবর প্রকল্প ভারতের দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক কৌশলে নতুন দিশা দিতে পারে।

২০২৭ ভোটের প্রস্তুতিতে বুথস্তরে সংগঠন মজবুত করার বার্তা মায়াবতীর

লখনউ, ২৪ মে (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় সংগঠনকে বুথস্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করার নির্দেশ দিলেন মায়াবতী। রবিবার লখনউয়ে দলের রাজ্য ইউনিটের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র কর্মীদের সংগঠন বিস্তার এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি।
লখনউয়ের মল অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে মায়াবতী বলেন, দেশের নির্বাচনী পরিস্থিতিতে নতুন ও গুরুতর চ্যালেঞ্জ সামনে আসছে। তাই প্রস্তুতিকে আরও "দক্ষ ও সতর্ক" করতে হবে।
তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশে পঞ্চমবারের জন্য জনমুখী সরকার গঠনই দলের লক্ষ্য। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিএসপি-র প্রতি সমর্থন ক্রমশ বাড়ছে।
বৈঠকে বুথস্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য থেকে শুরু করে বিধানসভা, জেলা এবং রাজ্য কমিটির পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সংগঠন সম্প্রসারণ, সামাজিক যোগাযোগ এবং দলীয় আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত অগ্রগতির রিপোর্টও পেশ করেন।
আগের বৈঠকে দেওয়া নির্দেশগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করলেও মায়াবতী কর্মীদের আত্মতুষ্টি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক পরিবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি "প্রতারণামূলক রাজনীতি" করছে।
দলের কর্মীদের সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে একত্রিত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "হাতি চিহ্নে বোতাম টিপুন, ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনুন" স্লোগানকে সামনে রেখে জয়ের জন্য কাজ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি ভোট সুরক্ষিত রাখার উপরও জোর দেন তিনি।
সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে মায়াবতী বলেন, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পাঞ্জাবে আগামী নির্বাচনের আগে ওই ভোট থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি।
তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সময় শাসক দলগুলি প্রায়শই মেরুকরণ এবং ইস্যু ঘোরানোর রাজনীতি করে, কিন্তু পরে মানুষের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়।
মায়াবতীর দাবি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং বিভিন্ন নীতিগত চাপের কারণে সাধারণ মানুষ সমস্যায় রয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, ক্ষমতাসীন দলগুলি ভোটের সময় বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে মানুষের কথা ভুলে যায়।
দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে "উদ্বেগজনক ও বেদনাদায়ক" বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারকে বড় শিল্পপতি ও ধনীদের স্বার্থ নয়, সংবিধান ও জনকল্যাণমূলক নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে।
এছাড়া তিনি কানশি রাম-এর 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়' আদর্শের কথাও স্মরণ করেন এবং বলেন, বিএসপি এখনও সেই পথেই এগিয়ে চলেছে।

হরমুজ প্রণালী নিয়ে 'সুখবর'-এর ইঙ্গিত রুবিওর, মার্কিন-ইরান আলোচনায় অগ্রগতির দাবি

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। পাশাপাশি তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী নিয়ে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিশ্ব 'সুখবর' পেতে পারে।
রবিবার বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর-এর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে রুবিও বলেন, "কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। যদিও এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়নি, তবে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী সংক্রান্ত ইতিবাচক খবর সামনে আসতে পারে।"
তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর লক্ষ্য একটাইইরান যেন কোনওভাবেই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে না পারে। রুবিওর কথায়, "ইরানের হাতে কখনও পারমাণবিক অস্ত্র যেতে দেওয়া হবে না, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তা সম্ভব নয়।"
রুবিও জানান, গত ৪৮ ঘণ্টায় উপসাগরীয় অঞ্চলের অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে আলোচনায় এমন একটি কাঠামো তৈরির চেষ্টা হয়েছে, যা সফল হলে হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা সম্ভব হবে এবং সেখানে কোনও ধরনের শুল্ক আরোপ করা হবে না।
তিনি আরও বলেন, "এটি একটি আন্তর্জাতিক জলপথ, কোনও একক দেশের মালিকানাধীন নয়। বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে বাধা দেওয়া আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।"
মার্কিন বিদেশ সচিবের বক্তব্য অনুযায়ী, কূটনৈতিক সমাধানই ওয়াশিংটনের প্রথম পছন্দ। তাঁর মন্তব্য, যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান চায় মার্কিন প্রশাসন। তবে প্রয়োজন হলে অন্য বিকল্পও খোলা থাকবে।
রুবিও আরও দাবি করেন, বহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট অতীতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন একমাত্র ট্রাম্পই। তিনি বলেন, "ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তিনি এমন কোনও চুক্তি করবেন না, যা ইরানকে পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।"তবে রুবিও স্পষ্ট করেছেন, যে কোনও সমঝোতার জন্য ইরানের পূর্ণ সম্মতি ও শর্ত মেনে চলা জরুরি। পাশাপাশি পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত বিষয়গুলির সমাধানে দীর্ঘমেয়াদি আলোচনারও প্রয়োজন হতে পারে।

কেএমসি-র ভাঙার নোটিসে জবাব দিতে সময় চাইলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ মে (আইএএনএস): বাড়ির মূল্যায়ন এবং ভবানীপুরের বাসভবনের একটি অংশ অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত কলকাতা পৌরসভা (কেএমসি)-র নোটিসের জবাব দিতে অতিরিক্ত সময় চাইলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।
সম্প্রতি কেএমসি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে এই নোটিস জারি করে। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত তাঁর বাড়ির দেওয়ালেও নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
রবিবার জানা যায়, এই বিষয়ে কেএমসি-কে চিঠি দিয়ে আরও সময় চেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরসভার নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হচ্ছে সোমবার।
অভিষেকের আইনজীবীর মাধ্যমে পাঠানো চিঠিতে ১০ দিনের অতিরিক্ত সময় চাওয়া হয়েছে। সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে সময় চাওয়া হলে পুরসভা তা বিবেচনা করে বলে জানা যায়।
গত সোমবার কেএমসি অভিষেকের দুটি ঠিকানায়কালিঘাট রোড এবং হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে নোটিস পাঠায়। ওই আবাসনে অতিরিক্ত নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।
এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছিল।
এছাড়াও হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' নামের বাসভবনের অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশও দিয়েছে কেএমসি। সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় ১৭টি সম্পত্তিও নজরদারির আওতায় রয়েছে।
কয়েক দিন আগে মমতা ব্যানার্জী-র কালিঘাটের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সাংবাদিকরা কেএমসি-র নোটিস নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রথমে তিনি কোনও উত্তর দেননি। পরে গাড়ির কাচ নামিয়ে বলেন, "আগে খুঁজে বের করুন বাড়ির কোন অংশটি অবৈধ। তারপর আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেব।"
এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছিল। তবে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সময় চেয়ে চিঠি পাঠানোয় বিষয়টি নতুন মোড় নিল।

দিল্লিতে আজ মহা আদিবাসী সাংস্কৃতিক সমাগম, উপস্থিত থাকবেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিচয়কে তুলে ধরতে রবিবার দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'জনজাতি সাংস্কৃতিক সমাগম'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আদিবাসী জননেতা ভগবান বিরসা মুন্ডা-র ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
আয়োজকদের দাবি, দেশের ৫৫০-রও বেশি আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় লক্ষ প্রতিনিধি এই মহাসমাবেশে যোগ দেবেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভারত গঠনে তাঁদের অবদানকে তুলে ধরাই এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।
অনুষ্ঠানের আগে দিল্লির শ্যাম গিরি মন্দিরে একটি প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ -এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাগম রাজধানীতে আয়োজিত বৃহত্তম আদিবাসী জমায়েতগুলির অন্যতম হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, দিল্লির পাঁচটি ভিন্ন স্থান থেকে ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আদিবাসী নারী-পুরুষদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে, যা শেষে লালকেল্লা প্রাঙ্গণে মিলিত হবে।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকনৃত্য, লোকসংগীত, হস্তশিল্প এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রদর্শনীও থাকবে। পাশাপাশি ক্রীড়া, শিক্ষা, সমাজসেবা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রায় ১০০ জন বিশিষ্ট আদিবাসীন. ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানো হবে।
আয়োজকদের বক্তব্য, দেশের দুর্গম বনাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকা থেকে এত বিপুল সংখ্যক আদিবাসী প্রতিনিধির রাজধানীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এই প্রথম।
অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য প্রায় ২০টি দফতর ও একাধিক কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আবাসন, পরিবহণ, খাবার, পানীয় জল, চিকিৎসা, নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতার মতো বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ভগবান বীরসা মুন্ডা ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে পরিচিত। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আদিবাসী সমাজের ধর্ম, পরিচয় ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন।

আদালতে বিরাট জয় ভিনেশের, ফেডারেশনের আপত্তি সত্ত্বেও মিলল এশিয়াডের ট্রায়ালে নামার ছাড়পত্র

লড়াইটা আবারও জিতে গেলেন ভিনেশ ফোগাট ([illegible])। ২০২৪ অলিম্পিকে স্বপ্নভঙ্গের পর ফের ম্যাটে ফিরছেন ভিনেশ। আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য ট্রায়ালে নামতে পারবেন বিখ্যাত রেসলার তথা কংগ্রেস নেত্রী। রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া যে নানা অজুহাতে ভিনেশের এশিয়ান গেমস ট্রায়ালে অংশ নেওয়া আটকাতে চাইছিল, সেসব বাধা দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশে কেটে গেল।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আমরা বাঙালি এক র‍্যালির আয়োজন করে রবিবার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বেশি খাওয়া কীভাবে কমাতে পারি আমরা ?

সারাহ বেল

প্লেটে উপচে পড়ছে নানা রকম খাবার- এরকম দৃশ্য বাড়ি বা রেস্তোরাঁয় বিরল কোনো ঘটনা নয়। গত ৫০ বছর ধরে বিশ্বের কিছু এলাকায় মানুষের পাতে খাবারের পরিমাণ ক্রমেই বেড়েছে —একই সঙ্গে বেড়েছে স্থূলতার হারও।

কিন্তু লোভনীয় সব খাবার আর বিকাশমান খাদ্যশিল্পের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কীভাবে নিশ্চিত করতে পারি যে আমরা সুস্থ থাকব এবং অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকব?

এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে ১৯৮০-এর দশক থেকে খাবারের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। বাড়ির বাইরে খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং রেস্তোরাঁগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে এটা ঘটে। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ড. লিসা ইয়ং "দ্য ফুড চেইন" অনুষ্ঠানকে বলেন, 'যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠান, ধরা যাক একটি পাস্তার দোকান, ছোট পাত্রে বা কম পরিমাণে পাস্তা বিক্রি করে, আর অন্য একটি প্রতিষ্ঠান যদি তার থেকে বড় পরিমাণ দেয়, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বড় পরিমাণ দেওয়া জায়গাটিতেই যেতে চাইবে।'

তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'খাবার তখন খুবই সস্তা ছিল। আর যখন খাবার সস্তা হয়, তখন উৎপাদকদের জন্য আপনাকে দ্বিগুণ পরিমাণ দিয়ে সামান্য বেশি দাম নেওয়াটা লাভজনক হয়ে ওঠে। তখন আপনার মনে হয় আপনি ভালো একটা অফার পাচ্ছেন। আর এর মাধ্যমে তারাও বেশি লাভ করছে।'

সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মার্লে আলভারেঙ্গা বলেন, ব্রাজিলের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'এটা মূলত প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের ক্ষেত্রে ঘটে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন ভাত-ডাল-আটা বা মাছের ক্ষেত্রে বড় পরিমাণ আপনি তেমন দেখবেন না।'

ড. ইয়ং ব্যাখ্যা করেন, এর প্রধান কারণ হচ্ছে খাদ্যব্যবস্থার ''আমেরিকানাইজেশন'' বা আমেরিকান ধাঁচে পরিবর্তন। তিনি বলেন, 'ম্যাকডোনাল্ডস বা নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্ডি বারের মতো আমেরিকান ধরনের খাবার যখন অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেসব খাবারের আকার-আয়তনও বড় হতে শুরু করে। আর অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে আপনি অতিরিক্ত ৫০০ ক্যালরি পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেন।' বেশি পরিবেশন করা মানেই কি বেশি খাওয়া?

আমরা যে মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলেছি, তার মতে গবেষণায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যভাবে দেখা গেছে- বড় পরিমাণে খাবার পরিবেশন করা হলে মানুষ বেশি খায়। এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, খাবারের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে মানুষ প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি খায়।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের অধ্যাপক লেনি ভার্টানিয়ান বলেন, 'মানুষ সবসময় প্লেটে থাকা সব খাবার শেষ করে এমন নয়। তবে আমরা জানি, পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোট খাওয়ার পরিমাণও বাড়ে।'

তিনি বলেন, সমস্যার একটি বড় অংশ হলো- কতটা খাওয়া উচিত তা বোঝা কঠিন, কারণ আমাদের দেহের অনুভূতি সবসময় নির্ভরযোগ্য নয়। আর অনিশ্চিত অবস্থায় আমরা পরিমাণকে নির্দেশক হিসেবে অনুসরণ করি।

তিনি বলেন, 'আমরা সাধারণত খুব বেশি ক্ষুধার্ত বা খুব বেশি তৃপ্ত - এই দুই অবস্থার কোনোটাতেই থাকি না। মাঝামাঝি এই অবস্থায় আমরা নানা সংকেতের দ্বারা প্রভাবিত হই।' ছোট প্লেট ব্যবহার করলে কি উপকার হবে?

একসময় মনে করা হতো- ছোট প্লেট ব্যবহার করাই সহজ সমাধান হতে পারে। এতে কম খাবার রাখা যায় এবং চোখে বেশি মনে হয়, ফলে মানুষ কম খেতে পারে।

কিন্তু গবেষণায় এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক ভার্টানিয়ান বলেন, 'শুধু প্লেটের আকার মানুষের খাদ্য গ্রহণে প্রভাব ফেলে না। আসল বিষয় হলো অতিরিক্ত খাবার সহজলভ্য কি না।' এর অর্থ, পাশেই যদি খাবার রাখা থাকে, মানুষ নিজের প্লেট যাই হোক না কেন, ইচ্ছা হলে আরও খাবার তুলে নেবে। তিনি বলেন, তাই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিবেশন করে বাকি খাবার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখা উচিত। 'এভাবে রাখুন যেন আপনি দ্বিতীয়বার নেওয়ার সুযোগ না পান,' তিনি বলেন।

কীভাবে খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষকে সবচেয়ে বেশি যা করতে হবে তা হলো নিজেদের ক্ষুধা অনুভব করা এবং কী খাচ্ছেন সে বিষয়ে সচেতন হওয়া।

ডা. লিসা ইয়াং বলেন, 'মানুষ তাদের প্লেটে কী আছে সেদিকে মনোযোগ দেয় না। তারা নিজের ক্ষুধার দিকে খেয়াল করে না। তারা তৃপ্ত হয়েছে কি না সেটাও লক্ষ্য করে না।' 'পোর্শন ডিস্টরশন' বা পরিমাণগত বিকৃতি - এটিও মানুষের জানা উচিত। বড় পরিমাণ সহজলভ্য হলে মানুষ সেটাকেই স্বাভাবিক মনে করতে শুরু করে।

ডা. মার্লে আলভারেঙ্গা বলেন, 'আমার পরামর্শ হলো, মনোযোগ দিন। লেবেল দেখুন, আকার দেখুন। শিল্প প্রতিষ্ঠান কীভাবে বিপণন করছে তা বোঝার চেষ্টা করুন।' স্ন্যাকসের ক্ষেত্রে কী করবেন? ডা. ইয়াং বলেন, 'আপনি যদি আপেল বা অন্য ফলের মতো প্রাকৃতিক খাবার খান, যা প্যাকেটজাত নয়, তাহলে কতটা খান তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ এগুলো স্বাস্থ্যকর।' তবে যদি প্যাকেটজাত কিছু খান, সেখানে সাধারণত একটি মানসম্মত পরিবেশনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে - যেমন একটি প্যাকেটে চার জনের জন্য পরিবেশন উপযোগী খাবার থাকতে পারে। আপনার উচিত প্যাকেট থেকে খাবার বের করে দেখে নেওয়া- এটি দেখতে কেমন এবং আপনি আসলে কতটা খাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'মানুষ বলে, ''আমি সকালে ছোট এক বাটি সিরিয়াল (শস্যদানা জাতীয় একটি খাবার) খাই''। কিন্তু যখন তাদের বলা হয় তারা যতটা খায় তা ঢেলে দেখাতে এবং সেটি লেবেলে দেওয়া মানসম্মত পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করতে - তখন দেখা যায় তারা তিনগুণ বেশি খাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'লেবেলে দেওয়া পরিমাণ অনুযায়ী খাবার ঢালুন এবং চোখে মাপুন। তারপর ভাবুন আপনার প্লেট বা বাটিতে আসলে কত কাপ পরিমাণ খাবার রয়েছে - এটি সহায়ক হবে।'

সত্যি কি দুই মিনিটে ঘুম নিয়ে আসতে পারে

কেইট বোয়ি

দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে কে না চান! কিন্তু বিশ্বে প্রচুর মানুষ নিদ্রাহীনতা কিংবা ঘুমাতে সমস্যায় ভোগে ভোগেন।

এ নিয়ে নানা রকম হিসাব থাকলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের পাঁচ থেকে ৫০ শতাংশ মানুষ অনিদ্রায় ভোগেন।

এপাশ-ওপাশ করে রাত কাটানো অনেকেই ঘুম আনার কৌশল খোঁজেন। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া "মিলিটারি স্লিপ মেথড"ও, যে কৌশলে মাত্র দুই মিনিটে যে কেউ ঘুমিয়ে পড়তে পারবেন বলে দাবি করা হচ্ছে।

এই ট্রেন্ড টিকটকে ইতোমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে। টিকটকের সেই ভিডিওগুলো দেখেছে লাখ লাখ মানুষ। সেই ভিডিওগুলোয় যেসব কৌশলের কথা বলা হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করলে তাৎক্ষণিক ঘুম আসবে বলে দাবি করা হয়েছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা। বিবিসি ওয়ার্ল সার্ভিসকে তারা বলেন, ''অবাস্তব'' প্রত্যাশার কারণেই ভাইরাল কৌশলটি আসলে ঘুম আনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

তবে তারা সেনাদের ঘুমের কিছু কৌশলের কথা বলেন যা তারা ঘুমের মান বাড়াতে প্রয়োগ করে থাকেন এবং অনিদ্রায় ভোগা মানুষেরা চাইলে সেসব কৌশল কাজে লাগাতে পারেন।

মিলিটারি স্লিপ মেথড কী?

ঘুমের এ কৌশলকে একটি ধারণা আকারে হাজির করেন আমেরিকান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড কোচ লয়েড "বাড" উইন্টার। তিনি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত তার বই "রিল্যাক্স অ্যান্ড উইন"-এ ঘুমের কৌশলটির সাথে সাধারণ পাঠকদের পরিচিত করান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউএস নেভির প্রিফ্লাইট স্কুলের বিমানচালকরা যাতে চাপের মধ্যেও ভালো ঘুমাতে পারেন এবং নিজ নিজ সেরাটা দিতে পারেন সে জন্য এই কৌশল বের করেছিলেন উইন্টার। বইয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বলা হয়েছে:

১ .কপাল, মাথার ত্বক, চোয়াল ও মুখ পর্যায়ক্রমে শিথিল করুন, ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস নিন। ২. কাঁধকে নিচে নামান, বড়ো করে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন। বুকটা ধীরে ধীরে শিথিল করুন। ৩. যেখানে শুয়েছেন (অর্থাৎ চেয়ার বা বিছানায়) সেখানে পুরো হাতটি ছেড়ে দিন বা শিথিল করুন। বাইসেপ বা বাহু, কনুইয়ের নিচের অংশ ও হাত- ক্রমান্বয়ে পুরোটাই। এরপর অন্য হাতটাও একইভাবে শিথিল করুন।

৪. পা শিথিল করুন- উরুর অংশ থেকে পর্যায়ক্রমে কাফ বা পায়ের পেছনের নিম্নাংশ, গোড়ালি ও সব শেষে পায়ের পাতা। এরপর অন্য পা একইভাবে শিথিল করুন।

৫. এখন মনে থাকা চিন্তা বের করে দিয়ে আরামদায়ক কিছু কল্পনা করুন। যেমন বসন্তের কোনো দিন বা শান্ত হ্রদের কথা ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

৬. প্রয়োজনে, 'চিন্তা করো না' বারবার বলুন এবং কমপক্ষে ১০ সেকেন্ডের জন্য অন্যান্য চিন্তাভাবনা বাদ দিন।

উইন্টার দাবি করেছিলেন, ছয় সপ্তাহের অনুশীলনে বিমানচালকরা যে কোনো পরিবেশে, দিনের যেকোনো সময় দুই মিনিটের মধ্যে ঘুমাতে শিখে যাবেন। "হতাশ করতে পারে এই কৌশল" বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এত দ্রুত ফলাফল পাওয়ার প্রত্যাশা ঘুমানোর প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে পারে।

মিলিটারি নিউরোসায়েন্টিস্ট ও ঘুম বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যালিসন ব্র্যাগার বলেন, 'বলা যায় যে এই পদ্ধতিতে আপনি ঘুমাতে পারবেন, তবে দুই মিনিটের মধ্যে আপনি ঘুমোতে পারবেন এমন ভাবা বিপজ্জনক'।

গড়পড়তা মানুষের ঘুম আসতে প্রায় পাঁচ থেকে ২০ মিনিটের মতো সময় লাগে। তাই মাত্র দুই মিনিটে ঘুম আনার চেষ্টা যে কারোরই বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। এমনকি ঘুমঘুম ভাব কমিয়ে দিতেও পারে।

'সত্যি বলতে যেটি (দুই মিনিটে ঘুম আনা) অর্জন করা প্রায় অসম্ভব, সেটির চেষ্টা করলে শুধু হতাশই হবেন,' বলেন তিনি।

আর কেউ যদি দুই মিনিটে ঘুমিয়ে যেতে পারেন, এটি হতে পারে দীর্ঘদিন ধরে কম ঘুমিয়ে থাকা কিংবা শনাক্ত হয়নি এমন কোনো সমস্যার কারণে। ব্র্যাগার আরো বলেন, কিছু সেনাসদস্য সত্যিই এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন বলে তিনি জানেন। কিন্তু সেনাদের ক্লান্তিকর কাজের ধরন বিবেচনায় নিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের ঘুমিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

দ্রুত ঘুমাবো কীভাবে ?

সাইকিয়াট্রি ও স্লিপ মেডিসিন কনসালটেন্ট ডা. হিউ সেলসিক

বলেন, অনিদ্রায় ভোগা সাধারণ মানুষদের জন্য মিলিটারি স্লিপ মেথড বেশিরভাগ সময় কার্যকর হয় না। 'সত্যি বলতে, যারা আমার কাছে যারা এসেছেন, তাদের এটি (মিলিটারি স্লিপ মেথড) কাজ করেনি। নয়তো তারা আমার কাছে এসে বসে থাকতেন না,' বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে তিনি বলেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি না বললেই না, তা হলো- রোগীদের চাওয়া থাকে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে পারা, কিন্তু এটি সবসময় সাফল্যের মানদণ্ড নয়। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন হসপিটালের ঘুমবিষয়ক ক্লিনিকের প্রধান চিকিৎসক সেলসিক বলেন, 'আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তবে ভালো ঘুমকে আদর্শ এবং সঠিক বিষয় বলে মনে করাটা স্বাভাবিক'। 'যদি দিনের বেশির ভাগ সময় নিজেকে চনমনে, উজ্জীবিত ও মানসিকভাবে চাঙ্গা মনে হয় এবং বেশির ভাগ দিন এমনটা ঘটে, তাহলে ধরেই নেওয়া যায় আপনার ঘুম ঠিকঠাক কাজ করছে'।

প্রচলিত ধারণা ছিল, আট ঘণ্টা ঘুম আদর্শ। কিন্তু বিষয়টি একজনের ঘুমের চাহিদার চেয়ে আট ঘণ্টাই ঘুমানো প্রয়োজন বলে মনে করিয়ে দেয় এবং অহেতুক একটা চাপ সৃষ্টি করে। 'আট ঘণ্টা ঘুমের ধারণা একটি মিথ এবং এটি ধ্বংসাত্মক মিথ,' তিনি বলেন। আসলে, গবেষণা দেখায় যে ঘুমের আদর্শ পরিমাণ (অর্থাৎ দিনে কত ঘণ্টা ঘুমানো উচিত) ব্যক্তি অনুযায়ী আলাদা, যা আংশিকভাবে জেনেটিকের ওপর নির্ভর করে। আর ঘুমের আদর্শ পরিমাণের কোনো জাদুকরী সংখ্যা নেই।

জুতোর সাইজ দিয়ে বিষয়টির তুলনা করেন সেলসিক। গড়পড়তা মানুষ হয়তো সাইজ ছয়, কেউ একেবারে আট বা চার সাইজের জুতো পরে। কাজেই কারো সাত থেকে আট ঘণ্টার চেয়ে বেশি ঘুমের প্রয়োজন হতে পারে, কারো কম। তিনি বলেন, 'আপনি যা করার চেষ্টা করবেন, তা হলো-আপনার জন্য যতটুকু ঘুম সঠিক, ঠিক ততটুকু ঘুমানো'।

এরপরও যদি আপনি দ্রুত ঘুমাতে চান, তিনি তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন- ১. প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে উঠলে শরীরে একই সময় ঘুমঘুম লাগতে শুরু করে। ফলে প্রতিদিন একই সময়ে ক্লান্ত লাগার এবং ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ২. দিনের বেলা ন্যাপ বা ছোট ঘুম নেওয়া এড়িয়ে চলুন। এতে ঘুমঘুম ভাব কমে যায়, যার ফলে রাতে ঘুমানো আরও কঠিন হয়ে পড়ে। ৩. শেষে তিনি বলেন, ঘুমাতে যাওয়া উচিত শুধু তখনই, যখন আপনি ক্লান্ত। যদি শরীর ঘুমের জন্য প্রস্তুত না থাকে তবু ঘুমাতে যান, তাহলে দীর্ঘ সময় শুধু বিছানায় পড়ে থাকতে হবে।

'তাহলে বসুন, সময়টি উপভোগ করুন, নিজের জন্য একটু সময় নিন, আর যখন দেখবেন আপনার মাথা সামনের দিকে নুয়ে যাচ্ছে, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, যা পড়ছেন তাতে মন বসছে না, সেই সময়ই ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার সময়,' তিনি বলেন।

সেনাদের ঘুমানোর কৌশল থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর স্লিপ সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিনবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যালেক্স রোক্লিফ বলেন, মিলিটারি স্লিপ মেথড একটু ভুল নামকরণ। তিনি বলেন, 'এই কৌশলগুলোর পেছনে যে শারীরবৃত্তীয় (দেহসংক্রান্ত) ও মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে, তার মধ্যে স্বভাবগতভাবে কোনো সামরিক বিষয় নেই'। আসলে এই পদ্ধতিটি পুরোপুরি ভুল নয়তিনি আরও বলেন, প্রগ্রেসিভ মাসল রিল্যাক্সেশন (ধাপে ধাপে পেশি শিথিল করার কৌশল) এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশলগুলো এখনো সেনা সদস্যদের শেখানো হয়। প্রশিক্ষণার্থী সেনা ও সেনা সদস্যদের ঘুমের কক্ষ ভাগাভাগি করতে হয়। ১২ জন এক কক্ষে ঘুমান। কাজেই ব্যাঘাত ছাড়া ঘুম হওয়াটা কঠিনই। সহজ কিছু সমন্বয় যেমন চোখের মাস্ক, কানের প্লাগ এবং ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করা ঘুমের মান উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। অশান্ত পরিবেশে থাকা সেনাদের ঘুমের কৌশল কোনো কোনো সাধারণ মানুষের কাজে লাগতে পারে। উচ্চ-চাপে থাকতে হয় এমন স্থানে দায়িত্বে থাকা সেনাদের ''ট্যাকটিক্যাল ন্যাপ'' নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণটা জানা, তা হলো- তারা হয়তো রাতে ভালো করে ঘুমাতে পারবে না। যারা রাতে চটজলদি ঘুমিয়ে পড়তে চান, ন্যাপ তাদের জন্য পরামর্শযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু নার্সিং মাদারদের (যেসব মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান) মতো যাদের রাতের ঘুম বারবার ভাঙে, তাদের জন্য কৌশলগত ন্যাপ খুব উপকারী।

নিউরোসায়েন্টিস্ট ব্র্যাগার বলেন, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাও সেনাদের কাছ থেকে শিখতে পারে সাধারণ মানুষেরা, তা হলো ঘুমের রুটিন তৈরি করা। এটি মস্তিষ্ককে সংকেত দেয় যে এখন শিথিল হওয়ার সময়, ফলে ঘুম আসে সহজে। 'সবকিছুই শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলার ওপর নির্ভর করে। সেনা সদস্যরা দৈনন্দিন রুটিনে শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে এবং মনোযোগ নষ্টকারী বিষয়গুলো কমাতে খুবই দক্ষ,' বলেন তিনি। প্রতিদিন একই সময়ে বিছানায় যাওয়া, ফোন বন্ধ করা, বই পড়া এবং আলো নিভিয়ে ফেলা- এগুলো দিয়ে ভালো ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলা শুরু করা যেতে পারে।

ব্রেগার বলেন, 'শরীর খুব দ্রুত এই অভ্যাসের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। আর আপনি যদি প্রতিদিন এটা করেন, তাহলে ঘুমাতে কোনো সমস্যাই হবে না।'

পেটের মেদ বাড়াটা কতটা বিপজ্জনক

সুমীরান প্রীত কৌর

বাড়তে থাকা পেটের চর্বি কমাতে অনেকে জিমের শরণাপন্ন হন। অনেকে আবার এ বিষয়টিকে খুব একটা পাত্তাই দেন না।

পেটের এই অতিরিক্ত চর্বি সাধারণভাবে "বেলি ফ্যাট", "টামি ফ্যাট" বা "বিয়ার বেলি" নামে পরিচিত। যারা নিজেদের চেহারা ও ফিটনেসের ব্যাপারে সচেতন, তারা এ নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকে। পেটের চারপাশে চর্বি বেড়ে গেলে মানুষ তার ইচ্ছেমতো আরাম করে পোশাক পরতে পারে না। তবে পেটের চর্বির প্রভাব শুধু পছন্দের পোশাক পরার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। এই চর্বি নানা দিক থেকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। পেটের চর্বি থেকে যেসব রোগ হয় পেটের চর্বি উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে অতিরিক্ত শর্করা ও কোলেস্টেরলের সমস্যার মতো গুরুতর কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এটি টাইপ-টু ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, পেটের চর্বি শরীরে ''সাইটোকাইন'' নামের এক ধরনের প্রোটিনের উৎপাদন বাড়ায়, যা শরীরে প্রদাহ তৈরি করতে পারে। ছাড়া, বেলি ফ্যাট ''অ্যাঞ্জিওটেনসিন'' নামক আরেকটি প্রোটিনের উৎপাদনও বাড়ায়। এই প্রোটিন আবার রক্তনালীকে সংকুচিত করে ও রক্তচাপ বাড়ায়।

পাশাপাশি, এই চর্বি থেকে ডিমেনশিয়া, হাঁপানি ও কিছু ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ে।

দিল্লির ফোর্টিস এসকর্টস হাসপাতালের সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট ডা. শিব কুমার চৌধুরী বলেন, পেটে জমে থাকা চর্বি শরীরের অন্য অংশের চর্বির চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক।

তিনি ব্যাখ্যা করেন,'যখন পেটের চর্বির কোষ ভেঙ্গে যায়, তখন সেখান থেকে নানা ধরনের বিষাক্ত উ পাদান বের হয়। এগুলো হৃদপিণ্ডের ধমনীতে প্রদাহ বাড়ায়। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। এটি শরীরে ইনসুলিন প্রতিরোধও বাড়িয়ে দেয়। এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায়।' বিশেষজ্ঞদের মতে, পেটের চর্বি বাড়ার পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। যেমন, জেনেটিক বৈশিষ্ট্য, হরমোনজনিত পরিবর্তন, বয়স, অতিরিক্ত ওজন ও মেনোপজ। এছাড়া, অনিয়মিত জীবনযাপন, অগোছালো রুটিন ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসও এর জন্য দায়ী। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুষম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গ্রহণের মাধ্যমে সময়মতো পেটের চর্বি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পেটের চর্বি কমাতে যেসব বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, তা এখানে তুলে ধরা হলো।

রাতের খাবার ও ঘুমানোর সময়ের ব্যবধান ঘুমানোর আগে অন্তত দুই থেকে তিন ঘণ্টা কিছু খাওয়া যাবে না। দিনে যেসব খাবার খাওয়া হয়, শরীর সেগুলোর ক্যালরি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে ও শক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু রাতের খাবারের পর আর এগুলো ব্যবহৃত হয় না। ফলে সেগুলো চর্বি হিসেবে জমে যায় এবং ওজন বাড়তে শুরু করে।

সুষম খাদ্য গ্রহণ— বিশেষজ্ঞরা বলেন, খাবারে বেশি ফাইবার থাকলে দীর্ঘ সময় পেট ভরা থাকে। ফাইবারযুক্ত খাবার পাকস্থলীতে দীর্ঘসময় থাকে এবং অন্ত্রে খাবার যাওয়ার গতি ধীর করে দেয়।

এতে ক্ষুধা কম লাগে এবং বারবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। তাই, খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন রাখতে হবে। প্রোটিন দীর্ঘসময় পেট ভরা রাখে, ক্ষুধা কমায় এবং ঘ্রেলিন নামের ক্ষুধা বাড়ানো হরমোনের মাত্রা কমায়।

প্রোটিন মাংসপেশি শক্তিশালী করে এবং বিপাকক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করে, যা ক্যালোরি পোড়ানোর ক্ষমতা বাড়ায়। এক্ষেত্রে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ডিম, ডাল, দুধ, পনির, দই, মাছ, মুরগি ও সয়া জাতীয় প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার রাখা যেতে পারে। প্রক্রিয়াজাত খাবারকে না সাদা পাউরুটি, চিপস ও ক্র্যাকার্সে প্রায় কোনও ফাইবার থাকে না। ফলে এগুলো দ্রুত হজম হয় এবং হঠাৎ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এভাবে এগুলো রক্তে শর্করার দ্রুত ওঠানামা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং ওজন বাড়ায়। পাশাপাশি, এগুলো টাইপ-টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তৈরি করে। তাই, এসবের বদলে হোল গ্রেইন পাউরুটি, শুকনো তাপে বা ওভেনে বানানো নাস্তা, ফল ও বাদামের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উচিৎ। চিনি ও ক্যালোরি-সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলার পাশাপাশি কম অ্যালকোহল গ্রহণ করতে হবে। আর ধূমপানকে সম্পূর্ণভাবে না বলতে হবে। পর্যাপ্ত ঘুম--- ঘুম কম হলে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের ওপর প্রভাব পড়ে। ফলে খাবারের চাহিদা বেড়ে যায়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, ঘুমের ঘাটতি পাকস্থলীতে উৎপন্ন ঘ্রেলিন নামক হরমোনের মাত্রা বাড়ায়, যা ক্ষুধা বাড়ায়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানসিক চাপের কারণে রক্তে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই মানসিক চাপ নেওয়া যাবে না ও মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে হবে। এই মানসিক চাপের সময় মানুষ খাবারের প্রতি কম মনোযোগী থাকে এবং মন অন্যদিকে সরাতে অস্বাস্থ্যকর কিছু খেয়ে ফেলে। শারীরিক পরিশ্রম— ব্যায়াম করলে ও শরীরকে সক্রিয় রাখলে ক্যালরি খরচ হয়। এটি বিশেষভাবে পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। আর নিয়মিত হাঁটা, দৌড়ানো, সাইক্লিং, সাঁতার বা যোগব্যায়াম শুধু চর্বি কমায় না, বিপাকক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করে। ব্যায়াম মাংসপেশি শক্তিশালী করে, হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখে। পেটের চর্বি কমলে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে।

রবিবার সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে মহিলা সংগঠন নিয়ে একদিনের কর্মশালা আয়োজিত হয়।

প্রযুক্তি শিক্ষার পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর মণিপুর সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

ইম্ফল, ২৪ মে (আইএএনএস): মণিপুরে প্রযুক্তি শিক্ষার পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং। রবিবার থৌবাল জেলার হেইরোকে প্রস্তাবিত মণিপুর টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি (এমটিইউ)-র সম্প্রসারিত ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে নির্মাণকাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি।

পরিদর্শনের পর এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ল্যাবরেটরি ভবন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের নির্মাণ প্রায় শেষের পথে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে খুব শীঘ্রই ক্যাম্পাসে শিক্ষাকর্ম শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের এক আধিকারিক জানান, প্রথমে এই জায়গায় হেইরোক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরির পরিকল্পনা ছিল। পরে সেটিকে এমটিইউ-র সম্প্রসারিত ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী গণপূর্ত দফতরের প্রধান প্রকৌশলীকে ক্যাম্পাস থেকে জাতীয় মহাসড়ক ১০২ পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার রাস্তা পিচঢালাই করার নির্দেশ দেন।

তিনি আরও আশ্বাস দেন, ক্যাম্পাসের ভিতরে সীমানা প্রাচীর, নিকাশি ব্যবস্থা এবং ফুটপাত নির্মাণ করা হবে।

এমটিইউ-র উপাচার্য ডব্লিউ. চন্দবাবু সিং মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, আগামী জুলাই-অগস্ট শিক্ষাবর্ষ থেকেই সম্প্রসারিত ক্যাম্পাসে কিছু পাঠক্রম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ক্যাম্পাসে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যাও খতিয়ে দেখেন এবং দ্রুত পরিষেবা উন্নত করার আশ্বাস দেন।

হেইরোক সফরে তিনি থৌবাল জেলার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়-ও পরিদর্শন করেন, যা বর্তমানে অস্থায়ীভাবে রাজ্য সরকারের একটি ভবনে চলছে। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং স্কুল চত্বরে গাছের চারা রোপণ করেন।

এছাড়া হেইরোক কমিউনিটি হেলথ সেন্টারেও যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর অবস্থা খতিয়ে দেখে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং উন্নয়নের আশ্বাস দেন।

পরে তিনি হেইরোকের মহিলা বাজারও পরিদর্শন করেন এবং বাজারের শেডগুলি ঘুরে দেখেন।মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে রাস্তার দু'ধারে ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িবহরকে হাত নেড়ে স্বাগত জানান।এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জনপরিষেবা আরও শক্তিশালী করা।

উত্তরাখণ্ডে মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামোয় বড় পরিবর্তন, নতুন আইনে জোর আধুনিক শিক্ষায়

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): উত্তরাখণ্ডে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের পথে এগিয়েছে রাজ্য সরকার। বিশেষজ্ঞ কমিটির এক সদস্যের বিশদ নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে, নতুন আইনি কাঠামোর মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে জোর দেওয়া হচ্ছে এবং পুরনো মাদ্রাসা-সংক্রান্ত আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৫ সালের ২৭ জানুয়ারি উত্তরাখণ্ড দেশে প্রথম রাজ্য হিসেবে উত্তরাখণ্ড অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইন ২০২৪ কার্যকর করে। এর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনগুলির পরিবর্তে অভিন্ন আইন চালু করা হয় এবং শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, তিন তালাক, হালালা ও ইদ্দতের মতো প্রথার অবসানে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পরে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি-র নেতৃত্বে গঠিত কৌশলগত পরামর্শদাতা কমিটিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানসম্মত আধুনিক শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমিটির আলোচনায় বিশেষভাবে উঠে আসে মাদ্রাসাগুলিতে প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। রাজ্যের বিভিন্ন মাদ্রাসার কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বহু প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি ছাড়াই চলছে এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও শিক্ষার মান অনেক ক্ষেত্রে সীমিত।প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, স্কুলগামী মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের মাত্র ২ থেকে ৪ শতাংশ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। পাশাপাশি কিছু প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক না থাকার বিষয়ও উঠে এসেছে।এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকার নতুন উত্তরাখণ্ড সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২৫ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এই আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাংবিধানিক অধিকার বজায় রেখেই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।আইনে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজ্যের শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট শিক্ষাগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক মানদণ্ড মেনে চলতে হবে।

ডোভাল-রুবিও বৈঠকে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় জোর, আলোচনায় কৌশলগত প্রযুক্তিও

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল-এর সঙ্গে রবিবার বৈঠক করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মার্কো রুবিও। বৈঠকে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং কৌশলগত প্রযুক্তি সংক্রান্ত সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এক্স-এ জানিয়েছে, আলোচনায় 'ট্রাস্ট' উদ্যোগ-সহ বিভিন্ন কৌশলগত প্রযুক্তি সহযোগিতা নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে। পাশাপাশি ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক 'কমপ্রিহেনসিভ গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-কে আরও অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়েও উভয়পক্ষ একমত হয়েছে।

দুই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

এর আগে রবিবারই বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর-এর সঙ্গে বৈঠক করেন রুবিও। সেখানে ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারিত্বের পাশাপাশি বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পারমাণবিক সহযোগিতা, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং মাদকবিরোধী সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। জয়শঙ্কর জানান, মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং আমেরিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে চতুর্পাক্ষিক নিরাপত্তা সংলাপ-এর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

এর আগে শনিবার মার্কো রুবিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি, জ্বালানি নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খল এবং উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়।

মার্কিন বিদেশ দফতরের বিবৃতি অনুযায়ী, রুবিও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জানান যে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব জ্বালানি বাজারকে ইরানের হাতে জিম্মি হতে দেবে না। একই সঙ্গে তিনি ভারতকে জ্বালানি সরবরাহে মার্কিন পণ্যের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি পরে এক্স-এ লেখেন, "ভারত ও আমেরিকা বিশ্বকল্যাণের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।" তিনি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে বলে জানান।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)-এর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি আলোচনার মাধ্যমে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর জন্য শুভেচ্ছাবার্তাও পাঠিয়েছেন।

ফলতা উপনির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়, ১,০৯,০২১ ভোটে জিতলেন দেবাংশু পাণ্ডা; দ্বিতীয় স্থানে সিপিএম

কলকাতা, ২৪ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ফল প্রকাশে বড় জয় পেল বিজেপি। সব রাউন্ডের গণনা শেষে দেবাংশু পান্ডা বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ১,০৯,০২১ ভোটে হারিয়েছেন।

চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী, বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা পেয়েছেন ১,৪৯,৬৬৬ ভোট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিপিএম প্রার্থী শম্ভুনাথ কুর্মি পেয়েছেন ৪০,৬৪৫ ভোট।

তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী আবদুর রাজ্জাক, যিনি পেয়েছেন ১০,০৮৪ ভোট। চতুর্থ স্থানে শেষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৭,৭৮৩।

ফলাফলের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসউভয় প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ফলাফল দুটি কারণে ব্যতিক্রমী। প্রথমত, ১৯৮৮ সালে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর এই প্রথম কোনও নির্বাচনে দলের প্রার্থী চতুর্থ স্থানে শেষ করলেন। দ্বিতীয়ত, ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর এই প্রথম কোনও নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হল।

২১ মে ফলতা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেবাংশু পাণ্ডার জয়ের ফলে ২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপির আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০৮। অন্যদিকে তৃণমূলের আসন সংখ্যা ৮০। কংগ্রেস ও এজেইউপি-র দুটি করে এবং সিপিএম ও এআইএসএফ-এর একটি করে আসন রয়েছে।

এই ফলাফল ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্য তৈরি করেছে। ২০২১ সালে এই কেন্দ্র থেকেই তৃণমূলের শঙ্কর কুমার নাশকর প্রায় ৪১ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।

এছাড়া ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক ব্যানার্জী-এর নেতৃত্বে তৃণমূল এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ১.২০ লক্ষ ভোটের লিড পেয়েছিল।

উল্লেখ্য, গত ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভোটগ্রহণে একাধিক নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ছিল, কয়েকটি বুথে বিজেপি প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের সামনে থাকা ইভিএম বোতাম সাদা টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ভোট দিতে না পারার অভিযোগে বহু ভোটার বিক্ষোভও দেখান।

পরবর্তীতে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিলে নির্বাচন কমিশন গোটা ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয়।

কোয়েম্বাটুরে খুন হওয়া ১০ বছরের শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর, কঠোর শাস্তির আশ্বাস

কোয়েম্বাটুর, ২৪ মে (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর সুলুর এলাকায় খুন হওয়া ১০ বছরের শিশুর পরিবারের সঙ্গে রবিবার ফোনে কথা বললেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়। শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে তিনি আশ্বাস দেন, এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা রাজ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

ফোনে শিশুটির বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সান্ত্বনা দেন এবং জানান, সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই মামলার তদন্ত করছে। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনাকে "অমানবিক ও অমার্জনীয় অপরাধ" বলে মন্তব্য করেছিলেন এবং সমাজে এ ধরনের ঘটনার কোনও স্থান নেই বলে জানান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুলুর সংলগ্ন একটি গ্রামের বাসিন্দা ওই শিশুটি বাজারে যাওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে যায়। বাড়ি না ফেরায় পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারাও অনুসন্ধানে অংশ নেন।

তদন্তের পর পুলিশ শিশুটির প্রতিবেশী কার্তিক (৩৩)-কে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া তাঁর সহযোগী সন্দেহে মোহন রাজ-কেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ঘটনার পর শিশুদের নিরাপত্তা এবং সমাজে অপরাধ রোধ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধে আরও কঠোর আইন প্রয়োগ এবং দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার দাবি উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে এবং তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে আরও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পাঞ্জাবে আন্তঃসীমান্ত মাদক চক্রের পর্দাফাঁস, উদ্ধার ২৮.১২ কেজি হেরোইন; গ্রেফতার ৪

চণ্ডীগড়, ২৪ মে (আইএএনএস): আন্তঃসীমান্ত মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল পাঞ্জাব পুলিশ। চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তাঁদের কাছ থেকে ২৮.১২ কেজি হেরোইন এবং ৯.৫ লক্ষ টাকা মাদক পাচারের নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন পাঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের নাম বাগিচা সিং, ভূপিন্দর সিং, সজন এবং ছিন্দর পাল সিং। এঁরা সকলেই ফিরোজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

মাদক উদ্ধার ছাড়াও অভিযুক্তদের ব্যবহৃত একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। অভিযোগ, ওই গাড়িটি মাদক পাচারের কাজে ব্যবহার করা হত।

ডিজিপি গৌরব যাদব জানান, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে এই চক্রের বিদেশে বসবাসকারী মাদক পাচারকারী ও হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাঁদের নির্দেশেই অভিযুক্তরা সীমান্তের ওপার থেকে মাদকের চালান সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করছিল।

তিনি আরও জানান, পুরো আন্তঃসীমান্ত মাদক চক্রের যোগসূত্র খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে এবং শীঘ্রই আরও তথ্য সামনে আসতে পারে। ফিরোজপুরের সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক গুরসেওয়াক সিং জানান, কয়েক দিন আগে গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে অভিযুক্তরা সীমান্ত পেরিয়ে আসা হেরোইনের একটি চালান সংগ্রহ করেছে।

জয়শঙ্কর-রুবিও বৈঠকে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে রবিবার বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও।

বৈঠকে দুই দেশের 'কমপ্রিহেনসিভ গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' এবং আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি, ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর, বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল-সহ দুই দেশের একাধিক আধিকারিক।

বৈঠকের পর এক্স-এ জয়শঙ্কর জানান, বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পারমাণবিক সহযোগিতা, জনসংযোগ, সন্ত্রাস দমন এবং মাদকবিরোধী সহযোগিতাসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোচনা হয়েছে এবং মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য চতুর্পাক্ষিক নিরাপত্তা সংলাপ-এর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে তিনি আগ্রহী। ভারতের আয়োজনে ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলা এই বৈঠকে জয়শঙ্কর ও রুবিওর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং এবং জাপানের প্রতিনিধি তোশিমিতসু মোতেগি অংশ নেবেন।

এর আগে হায়দ্রাবাদ হাউস-এ প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জয়শঙ্কর আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারতের পাঁচ দফা অবস্থান তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, সংঘাতের সমাধানে ভারত সংলাপ ও কূটনীতির পক্ষে, নিরাপদ ও বাধাহীন সামুদ্রিক বাণিজ্যকে সমর্থন করে এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার উপর জোর দেয়।

একই সঙ্গে বাজার, বাণিজ্য ও সম্পদের 'অস্ত্রীকরণ'-এর বিরোধিতা করে ভারত। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য অংশীদারিত্ব ও স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খলকে বিশ্ব অর্থনীতির ঝুঁকি কমানোর গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে দেখছে বলেও জানান তিনি।

জয়শঙ্করের কথায়, ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারিত্ব বহু ক্ষেত্রে অভিন্ন জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিক যোগাযোগ সহযোগিতার পরিধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সিবিএসই ওয়েবসাইটের ত্রুটি মেটাতে আইআইটি বিশেষজ্ঞদের ডাক শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): সিবিএসই-র পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত সমস্যা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কানপুর-এর অধ্যাপক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের এই কাজে যুক্ত করা হবে।

রবিবার এক সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, সিবিএসই-র ফল প্রকাশের পর পুনর্মূল্যায়ন এবং উত্তরপত্রের কপি চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত পোর্টাল নিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক অভিযোগ জানিয়েছেন।

তাঁদের দাবি, পোর্টাল বারবার অচল হয়ে যাচ্ছে বা প্রবেশ করা যাচ্ছে না।

এই প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-কে একাধিকবার পুনর্মূল্যায়নের আবেদন জমা দেওয়া এবং ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াতে হয়েছে।

সম্প্রতি ধর্মেন্দ্র প্রধান নতুন 'অন-স্ক্রিন মার্কিং' (ওএসএম) ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, নতুন ব্যবস্থা চালু করার সময় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে এবং গঠনমূলক সমালোচনা ও আলোচনা থেকেই উন্নতির পথ বের হবে।

শিক্ষামন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আইআইটি-র বিশেষজ্ঞ দল পোর্টালের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, সার্ভারের স্থায়িত্ব এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা খতিয়ে দেখবে। পাশাপাশি লগ-ইন প্রক্রিয়া, ব্যবহারকারীদের প্রবেশ ব্যবস্থা এবং পেমেন্ট গেটওয়ে সম্পর্কিত বিষয়গুলিও পর্যালোচনা করা হবে।

ধর্মেন্দ্র প্রধান জোর দিয়ে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থই সর্বাগ্রে। তাই স্বচ্ছ, কার্যকর এবং শিক্ষার্থীবান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সিবিএসই-কে দ্রুত প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

একই সঙ্গে তিনি অন-স্ক্রিন মার্কিং পদ্ধতির পক্ষে সওয়াল করে বলেন, এই ব্যবস্থা বোর্ড পরীক্ষায় আরও বৈজ্ঞানিক, নির্ভুল এবং অভিন্ন মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

তিনি আরও মন্তব্য করেন, শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী এবং দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকার মেধাবী ছাত্রদের মূল্যায়নে যে বৈষম্য দেখা যায়, তা দূর করার সময় এসেছে।

ত্বিশা শর্মা মৃত্যুকাণ্ডে দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন এআইআইএমএস দিল্লির ফরেন্সিক দলের, সম্পন্ন শেষকৃত্য

ভোপাল, ২৪ মে (আইএএনএস): বহুচর্চিত ত্বিশা শর্মা মৃত্যুকাণ্ডে তদন্তে নতুন মোড়। রবিবার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস দিল্লি-এর চার সদস্যের ফরেন্সিক দল ত্বিশা শর্মার দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করার পর ঘটনাস্থলও পরিদর্শন করেছে। পরে সন্ধ্যায় ভোপালেই সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য।

সূত্রের খবর, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস ভোপাল-এর মর্গে রাখা ত্বিশার দেহে প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত করা হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

ময়নাতদন্তের পর দিল্লির ফরেন্সিক দল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভোপালের কাটারা হিলস এলাকায় ত্বিশার শাশুড়ি [illegible]এর বাড়িতে যায়। সেখানে বাড়ি এবং আশপাশের এলাকা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যাতে ময়নাতদন্তের তথ্যের সঙ্গে ঘটনাস্থলের প্রমাণ মিলিয়ে দেখা যায়।

তদন্তকারীদের মতে, ১২ মে কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল, তার ক্রম পুনর্গঠনে এই পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিন ৩৩ বছর বয়সি প্রাক্তন মডেল ও অভিনেত্রী টুইশা শর্মা-কে সন্দেহজনক অবস্থায় ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সুধীর গুপ্ত-র নেতৃত্বাধীন দলটি শনিবার রাতে মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিশেষ বিমানে ভোপালে পৌঁছয়। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট-এর নির্দেশেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

ময়নাতদন্তের আগে ত্বিশার ভাই হর্ষিত শর্মা এবং তাঁর স্ত্রী রাশি ওবেরয় শর্মা দেহ শনাক্ত করেন। ময়নাতদন্তের পর প্রয়োজনীয় নমুনা ও ভিসেরা সংরক্ষণ করা হয়েছে। চিকিৎসকদের বোর্ড সিলবন্দি খামে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবে বলে জানা গিয়েছে।

ত্বিশার পরিবারের অভিযোগ, তাঁর স্বামী সমর্থ সিং এবং শাশুড়ি গিরিবালা সিং পণ-নির্যাতন এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনার সঙ্গে জড়িত। প্রথম ময়নাতদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্বাধীন দলের মাধ্যমে নতুন করে পরীক্ষা করার দাবি জানিয়েছিল পরিবার।

অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ির দাবি, ত্বিশা মাদকাসক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হওয়া সমর্থ সিং বর্তমানে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। বিশেষ তদন্তকারী দল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং ঘটনাস্থলের পুনর্নির্মাণেরও পরিকল্পনা করছে।

এদিকে, রাজ্য সরকার এই মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো তদন্তের সুপারিশ করেছে এবং কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আবেদন পাঠিয়েছে।

রবিবার বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ ভোপালের ভদভদা বিশ্রাম ঘাটে ত্বিশার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

এই ঘটনায় দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি গ্রহণ করেছে এবং ২৫ মে শুনানির দিন নির্ধারণ করেছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে বিবাহিত নারীদের নিরাপত্তা, পণ-সংক্রান্ত মৃত্যুর তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে জাতীয় স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

দিল্লিতে তোলাবাজির উদ্দেশ্যে গুলি চালানোর ছক ভেস্তে দিল পুলিশ, নন্দু গ্যাং-যোগে গ্রেফতার ৫

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): রাজধানীতে তোলাবাজির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত গুলিচালনার ছক বানচাল করল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। কপিল সাংওয়ান ওরফে নন্দু গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত তিন সন্দেহভাজন শার্পশুটার এবং দুই অস্ত্র সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেলে বন্দি গ্যাংস্টার কপিল সাংওয়ানের নির্দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির ছাওলা এলাকার একটি ক্লিনিকে গুলি চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অভিযোগ, তোলাবাজির চাপ সৃষ্টি করতেই এই হামলার ছক কষা হয়।

ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, চারটি তাজা কার্তুজ এবং তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের দাবি, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে সক্রিয় সংঘবদ্ধ অপরাধ ও তোলাবাজি চক্রের বিরুদ্ধে চলা অভিযানের অংশ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়।

প্রযুক্তিগত নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, পাঞ্জাবের শার্পশুটারদের ভাড়া করা হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে নিশানা করার জন্য।

দীর্ঘ এক মাসের নজরদারির পর প্রথমে ২০ মার্চ অমৃতসরের বাসিন্দা অভিষেককে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য এবং সহযোগীদের নাম জানায় বলে পুলিশের দাবি।

পরবর্তীতে অমৃতসরের সাহিল এবং হর্ষদীপ ওরফে পোলুকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি হরিয়ানার কৈথল জেলার করণ ওরফে অঙ্কুশ এবং আমনকেও ধরা হয়। অভিযোগ, তারাই শার্পশুটারদের জন্য অস্ত্র ও অন্যান্য লজিস্টিক সহায়তা জোগাড় করেছিল।

তদন্তে জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে অভিযুক্তরা দিল্লিতে এসে ছাওলা এলাকার ওই ক্লিনিকের আশপাশে রেকি চালায়। তবে এলাকায় অতিরিক্ত ভিড় থাকায় পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছিল।

পুলিশের দাবি, অস্ত্র, গুলি এবং মোটরসাইকেল হরিয়ানাভিত্তিক গ্যাং সদস্যদের মাধ্যমে জোগাড় করা হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি ব্যবহার করে ধৃতরা জেলে থাকা সাংওয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত বলেও অভিযোগ।

পুলিশের মতে, এই গ্রেফতারির ফলে নন্দু গ্যাং পরিচালিত তোলাবাজি চক্রে বড় ধাক্কা লেগেছে এবং রাজধানীতে সম্ভাব্য বড়সড় গুলিচালনার ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

তদন্তকারীরা এখন গ্যাংয়ের বাকি সদস্যদের খুঁজে বের করা এবং পুরো অপরাধচক্রের বিস্তার সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

Page 3_5_7- JAGARAN1111111.pmd 3 25-05-2026, 00:53

তীব্র গরমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের নির্দেশ যোগীর

লখনউ, ২৪ মে (আইএএনএস): তীব্র গরম ও বিদ্যুতের বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে শহর ও গ্রামীণ এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থাকে আরও জবাবদিহিমূলক ও গ্রাহককেন্দ্রিক করার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

রবিবার জ্বালানি মন্ত্রী অরবিন্দ কুমার শর্মা, প্রতিমন্ত্রী কৈলাশ সিং রাজপুত এবং বিদ্যুৎ দফতর, পাওয়ার কর্পোরেশন ও বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে তিনি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য করার নির্দেশ দেন। গ্রীষ্মকালে প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি যতটা সম্ভব কমিয়ে এনে সঞ্চালন নেটওয়ার্কের উপর নিয়মিত নজরদারির কথাও বলেন তিনি।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রাজ্যের বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংস্থার নেটওয়ার্ক ৬০,৮৫৮ সার্কিট কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের প্রাপ্যতার হার ৯৯.৩০ শতাংশ এবং ক্ষতির হার কমে ৩.২ শতাংশে নেমেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও বেশি জবাবদিহিমূলক ও গ্রাহকবান্ধব করতে হবে। ট্রান্সফরমার বিকল হওয়া, ফিডার বিভ্রাট বা অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি সতর্ক করেন।

এপ্রিল ও মে মাসে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১৫ এপ্রিল থেকে ২২ মে-র মধ্যে দৈনিক গড় বিদ্যুৎ চাহিদা ৫০১ মিলিয়ন ইউনিট থেকে বেড়ে ৫৬১ মিলিয়ন ইউনিট হয়েছে। একই সময়ে সর্বোচ্চ চাহিদা ২৯,৮৩১ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ৩০,৩৩৯ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে।

দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি পরিকল্পনার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জ্বালানি মন্ত্রীদের হেল্পলাইন কল সেন্টার পরিদর্শন করে পরিষেবার মান যাচাই করার নির্দেশ দেন।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটলে দ্রুত ও সঠিক তথ্য সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। স্বচ্ছতা ও দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রাহকদের আস্থা আরও বাড়বে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এছাড়া রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৮৯.২৩ লক্ষ স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছে। জুন মাস থেকে স্মার্ট মিটার গ্রাহকদের পোস্টপেইড ভিত্তিতে প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে বিল পাঠানো হবে। এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ই-মেলের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিল পৌঁছে দেওয়া হবে।

স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ১৫ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বিশেষ শিবিরও আয়োজন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিদ্যুৎ শুধু প্রযুক্তিগত বিষয় নয়, এটি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষকদের সেচ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।"

তিনি মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং গাফিলতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলার প্রতিটি জেলায় 'হোল্ডিং সেন্টার' তৈরির নির্দেশ, রাখা হবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও বিদেশি বন্দিদের

কলকাতা, ২৪ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের প্রতিটি জেলায় 'হোল্ডিং সেন্টার' তৈরির নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা সন্দেহে আটক ব্যক্তিদের রাখা হবে। রবিবার এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, সন্দেহভাজনদের এই 'হোল্ডিং সেন্টার'-এ সর্বোচ্চ ৩০ দিন পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। শুধু নতুনভাবে আটক ব্যক্তিরাই নন, আগে গ্রেফতার হয়ে জেল খাটা বিদেশি বন্দি এবং যাঁদের দেশছাড়া করার প্রক্রিয়া চলছে, তাঁদেরও এই কেন্দ্রগুলিতে রাখা যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, আগের সরকার কেন্দ্রের নির্দেশিকা কার্যকর করেনি। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংশ্লিষ্ট আইন কার্যকর হয়েছে বলেও দাবি করা হয়।

নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, যাঁরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর আওতায় পড়বেন না, তাঁদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হবে এবং পরে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। বিএসএফ তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করতে প্রতিটি জেলায় হোল্ডিং সেন্টার গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বিদেশি বন্দিদেরও রাখা যাবে।

নবান্ন থেকে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপি, প্রতিটি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনারদের কাছে, যার মধ্যে কলকাতাও রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২ মে ২০২৫ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিদেশি বিভাগ রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে একটি আট পাতার নির্দেশিকা জারি করেছিল। সেখানে 'হোল্ডিং সেন্টার' তৈরির কথাও উল্লেখ ছিল।

কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনও সদস্য যদি সন্দেহ করেন যে কেউ ভারতীয় নাগরিক নন, তাহলে তাঁকে আটক করা যেতে পারে। এরপর তাঁকে ৩০ দিনের জন্য হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হবে এবং সেই সময়ের মধ্যে তাঁর নথি যাচাই করে নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা হবে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক বা জেলা কালেক্টর পর্যায়ের আধিকারিক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবৈধ অভিবাসীদের ক্ষেত্রে 'ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট' নীতি গ্রহণ করেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলা ভিত্তিক বিশেষ পুলিশ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) গঠন করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত ও ফেরত পাঠানোর কাজ করা হবে। হোল্ডিং সেন্টারে চিহ্নিত ব্যক্তিদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড করা হবে এবং তাঁদের 'ব্ল্যাকলিস্ট'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

তবে প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দাবিগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতিক্রিয়া বা স্বাধীন যাচাইয়ের তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।

সিকিমের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): সিকিম রাজ্য গঠনের ৫১তম বর্ষে রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের ধারাকে তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-র লেখা একটি নিবন্ধ ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ওই নিবন্ধে কাঞ্চনজঙ্ঘা-কে সিকিমের ভূমি, স্মৃতি ও চেতনার রক্ষক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, খাংচেনদজঙ্ঘার 'পাঁচ ধন' আজও রাজ্যের পথচলাকে আলোকিত করছে এবং 'বিকশিত সিকিম ২০৪৭'-এর লক্ষ্যপূরণে পথ দেখাচ্ছে।

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার লেখায় বলা হয়েছে, খাংচেনদজঙ্ঘা শুধু একটি পাহাড় নয়, বরং সিকিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক। সিকিমের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এলাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান-এর অন্তর্গত। বহু শতাব্দী ধরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোককথায় এটি পবিত্র শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

লেখায় তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগুরু লাহসুন চেনপো-র উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তিনি খাংচেনদজঙ্ঘার পাঁচটি শৃঙ্গকে 'চিরন্তন তুষারের পাঁচ ধন' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, শস্য এবং পবিত্র গ্রন্থের ভাণ্ডার হিসেবে। সিন্ধিয়া বলেন, প্রথম ধন 'স্বর্ণ' সিকিমের মানুষ। লেপচা, ভুটিয়া এবং নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্যই রাজ্যের প্রকৃত শক্তি।

দ্বিতীয় ধন 'রৌপ্য' হল সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য। তিস্তা নদী এবং রঙ্গীত নদী-এর মনোরম পরিবেশ, ঘন অরণ্য এবং পাহাড়ি প্রকৃতি সেই সৌন্দর্যের প্রতিফলন।

তৃতীয় ধন 'রত্ন' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে সিকিমের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে। বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠ, বুদ্ধ পার্ক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলি এই সম্পদের অংশ।

চতুর্থ ধন 'শস্য' প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সিকিমের ১০০ শতাংশ জৈব কৃষিভিত্তিক রাজ্যে পরিণত হওয়া আধুনিক ভারতের অন্যতম বড় সাফল্য। এলাচ চাষ এবং টেকসই কৃষির মাধ্যমে পাহাড়ি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার উদাহরণও স্থাপন করেছে সিকিম।

পঞ্চম ধন 'পবিত্র গ্রন্থ'কে তিনি সিকিমের জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের পথ তৈরি হচ্ছে। সিকিম স্টেট ইউনিভার্সিটি-এর স্থায়ী ক্যাম্পাসের মতো উদ্যোগ সেই অগ্রগতির অংশ।

নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন এবং পর্যটন এই পাঁচ ক্ষেত্র সিকিমের আগামী দিনের উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ হতে চলেছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে সিকিম এক অনন্য উন্নয়ন মডেল তৈরি করেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয়, উচ্ছেদ ও জমি দখলের আশঙ্কা বাড়ছে: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। সহিংসতা, জমি দখল এবং সামাজিক ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এমনই দাবি করা হয়েছে এক প্রতিবেদনে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ ক্রমশ হামলা, ভাঙচুর, হুমকি এবং জোরপূর্বক উচ্ছেদের মতো ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছেন। অভিযোগ, এসব ঘটনা বৃহত্তর একটি প্রবণতার অংশ, যার লক্ষ্য স্থানীয় এলাকায় সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি দুর্বল করা এবং তাদের পূর্বপুরুষদের জমি ছাড়তে বাধ্য করা।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশেষত রাজনৈতিক অস্থিরতা বা ধর্মীয় উত্তেজনা এবং ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়ানোর সময় বিভিন্ন জেলায় বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে সংখ্যালঘু পরিবারগুলির মধ্যে ভয় এবং অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ইউরেশিয়া পর্যালোচনা-এ প্রকাশিত আশু মান-এর একটি মতামতধর্মী নিবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের উপর হামলা কেবল বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, বরং এটি আরও সুসংগঠিত এবং পরিকল্পিত চাপ সৃষ্টির কৌশলের অংশ হতে পারে।

নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের বাড়ি, দোকান, মন্দির এবং বৌদ্ধ বিহারকে বারবার নিশানা করা হয়েছে, যার ফলে বহু মানুষ নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই ঘটনার অন্যতম মূল কারণ জমি। অভিযোগ, মূল্যবান জমি ও সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু পরিবারগুলিকে ভয় দেখানো এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ব্যবহার করা হচ্ছে।

এছাড়া ধর্মীয় উপাসনাস্থলে হামলার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর মানসিক প্রভাবও গভীর হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সমঅধিকারের প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বিশেষ করে হিন্দু সংখ্যালঘু জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এর পেছনে নিরাপত্তাহীনতা, সহিংসতা এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষার অভাবকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামী-সহ কিছু ইসলামপন্থী নেটওয়ার্কের সঙ্গে পাকিস্তান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলির আদর্শগত যোগাযোগের অভিযোগ আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদনটি মূলত একটি মতামতভিত্তিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল এবং উত্থাপিত অভিযোগগুলির স্বাধীন যাচাই বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিক্রিয়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতিবেদনটির উপসংহারে বলা হয়েছে, বিষয়টি শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জারানওয়ালায় খ্রিস্টানদের উপর হামলার অভিযুক্তদের গ্রেফতারে ব্যর্থ পাকিস্তান পুলিশ: রিপোর্ট

ইসলামাবাদ, ২৪ মে (আইএএনএস): পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের জারানওয়ালায় ২০২৩ সালে একাধিক গির্জা ও খ্রিস্টানদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারে পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জারানওয়ালার সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের অন্যতম এবং বর্তমানে ফয়সালাবাদের সেন্ট জোসেফের গির্জা-এর পুরোহিত খালিদ মুখতার অভিযোগ করেন, গত ৩১ মার্চ পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট পলাতক অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং সন্ত্রাসবিরোধী আদালতকে ছয় মাসের মধ্যে বিচার শেষ করার নির্দেশ দিলেও বাস্তবে তেমন অগ্রগতি হয়নি।

খ্রিস্টান ডেইলি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুখতার বলেন, হামলায় জড়িত অনেকের ভিডিও ও ছবিসহ প্রমাণ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলেও গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। তিনি জানান, একাধিকবার শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে দেখা হলেও আশ্বাস ছাড়া বাস্তব ফল মেলেনি।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩৩৬ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়লেও বর্তমানে মাত্র একজন জেলে রয়েছেন। বাকিদের জামিন দেওয়া হয়েছে অথবা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

মুখতার আরও জানান, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার হিসাব অনুযায়ী হামলায় পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিল। প্রথমদিকে প্রায় ৪০০ জনকে গ্রেফতার করা হলেও দুর্বল তদন্ত এবং পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে অধিকাংশই পরে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কয়েকজন অভিযোগকারীকে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে ভয় দেখানো ও চাপ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, কোরআন অবমাননার অভিযোগে দুই খ্রিস্টান ব্যক্তিকে ঘিরে জারানওয়ালায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। তবে পরবর্তীতে আদালত ওই দু''জনকে নির্দোষ ঘোষণা করে জানায়, ব্যক্তিগত বিরোধের জেরে তাঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল।

এদিকে, চলতি মাসে অনুষ্ঠিত আইআরএফ রাউন্ডটেবিল পাকিস্তান-এর এক আলোচনাসভায় পাকিস্তানে ধর্মীয় বৈষম্য, ধর্ম অবমাননা আইনের অপব্যবহার, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, বাল্যবিবাহ এবং সংখ্যালঘু নারী ও শিশুদের লক্ষ্য করে হওয়া ঘটনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

কাশিফ মির্জা বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের কোনও স্থান থাকা উচিত নয়। তাঁর দাবি, শিশুরা ধর্মীয় বৈষম্যের সবচেয়ে বড় শিকার হয়ে উঠছে এবং পাকিস্তানের উচিত সব নাগরিককে আইনের চোখে সমান সুরক্ষা দেওয়া।

এছাড়া মানবাধিকার কর্মী আনিলা আলী জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও বিয়ে বন্ধে জরুরি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

তবে প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে পাকিস্তান প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি।

পঞ্জাবে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে: রাজ্য সরকারকে তোপ স্বাতী মালিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (আইএএনএস): পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ ও প্রাক্তন দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল। রবিবার তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।

এক্স-এ করা এক পোস্টে মালিওয়াল দাবি করেন, পঞ্জাবে জেল এবং রাজ্যের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি লেখেন, "একদিকে পঞ্জাবের জেলের এই অবস্থা। বন্দিরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, ভাঙচুর চালাচ্ছে, আগুন লাগাচ্ছে। তাদের হাতে মোবাইল ফোনও দেখা যাচ্ছে। পঞ্জাবের জেলে বন্দিদের ভিআইপি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।" তিনি সম্প্রতি অমৃতসরে কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের খুনের ঘটনাও তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, "অন্যদিকে অমৃতসরে দিনের আলোয় কর্তব্যরত অবস্থায় এক পঞ্জাব পুলিশ এএসআই-কে খুন করা হয়েছে।" উল্লেখ্য, রবিবার অমৃতসর জেলার মাজিথা এলাকায় কর্তব্যে যাওয়ার পথে জোগা সিং নামে এক সহকারী সাব-ইনস্পেক্টরকে মোটরবাইকে আসা দুষ্কৃতীরা গুলি করে হত্যা করে। হামলার পর অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। স্বাতী মালিওয়াল আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে অপরাধ ক্রমশ বাড়ছে এবং বন্দিরাও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কৈলাশহরে 'রবি কিরণের অঙ্কন প্রতিযোগিতা', অংশ নিল প্রায় ৭০০ ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ২৪ মে: কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে রবিবার ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি-র উদ্যোগে "রবি কিরণের অঙ্কন প্রতিযোগিতা"-র আয়োজন করা হয়। মহকুমাভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় নার্সারি থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত মোট ২০টি বিভাগে প্রায় ৭ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে, ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কপিল কান্তি দাস, মহকুমা সভাপতি নির্মল সিনহা, মহকুমা সম্পাদক শুভজিৎ পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়াও শ্যামসুন্দর জুয়েলারি-র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন সাহা ও পিপান্তর সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিশু ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সৃজনশীলতা ও শিল্পচর্চাকে উৎসাহিত করতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিল কৈলাশহর পুর পরিষদ ও শ্যামসুন্দর জুয়েলারি। অনুষ্ঠানের শেষে পূর্বে আয়োজিত শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে অনুষ্ঠিত আর্ট প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে জ্যোতিষ সম্মেলন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে: রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে কাজল অ্যাস্ট্রোলজি রিসার্চ সোসাইটি, সনাতন জ্যোতিষ কলেজ এবং নির্বাণ রেইকি হিলিং সেন্টার-এর উদ্যোগে ১৩তম বার্ষিক জ্যোতিষ সম্মেলন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাগুলির কর্মকর্তা, জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অংশগ্রহণকারীরা। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে জ্যোতিষচর্চা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও রেইকি হিলিং বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের হাতে সমাবর্তনের অংশ হিসেবে সনদপত্র তুলে দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই ধরনের শিক্ষামূলক উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জ্যোতিষ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

কমলপুর বিধানসভায় তিপ্রা মথা দলের 'ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের' উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৪ মে: রবিবার কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মোহনপুর জামের মসজিদ পাড়ায় তিপ্রা মথা দলের 'ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের' উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মোহনপুর জামের মসজিদ পাড়ায় তিপ্রা মথা দলের 'ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের' উদ্যোগে সাংগঠনিক আলোচনা ও যোগদান সভার অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন হালহালী--আশারাম বাড়ি এডিসি কেন্দ্রের এম ডি সি প্রস্মিত দেববর্মা, ত্রিপুরা সংখ্যালঘু কমিটির সভাপতি শাহ আলম, টিসিএফ সভাপতি অঞ্জন সিনহা,ধলাই জেলার টিসিএফ সভাপতি বিশ্বজিৎ মজুমদার, ধলাই জেলার মহিলা কমিটির সভাপতি রাধারানী দেববর্মা, কমলপুর তিপ্রা মথার ব্লক সভাপতি তপন দেববর্মা প্রমুখ।

এদিন বক্তারা সবাই তিপ্রা মথার সুপ্রীম বুবাগ্রার হাতকে মজবুত করতে এবং দলকে শক্তিশালী করতে বক্তব্য রাখেন। এদিন যোগদান সভায় সংখ্যালঘু ১৬ পরিবারের ৭০ জন ভোটার বিজেপি ও সিপিআইএম দল ত্যাগ করে তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন এমডিসি প্রস্মিত দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা।

অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগে

● প্রথম পাতার পর

পাওয়ার পরও কেন সমস্ত রুমে তল্লাশি চালানো হলো না, তা স্পষ্ট করা উচিত পুলিশের। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

অভিযান শেষে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। তবে তল্লাশিতে অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত তেমন কোনো তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে দাবি পুলিশের।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এমন সংবেদনশীল ঘটনায় স্বচ্ছতা বজায় রেখে তদন্ত করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি তৈরি না হয়।

আগরতলায় বজ্রাঘাতে যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

খবর, বিকেলে বৃষ্টির সময় দু'জন জমিতে কাজ করছিলেন। আচমকাই প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা পাশের একটি ছাউনির নিচে আশ্রয় নেন। সেই সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে দু'জনই গুরুতরভাবে আহত হন। পরবর্তীতে স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সুভাষ সরকারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত অজিত মালাকারের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শিশু ধর্ষণের অভিযোগে

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত শুরু হয়েছে। এই নারকীয় ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া জুড়ে তীব্র ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও সচেতন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে সমাজে আজ শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়? নবম শ্রেণীতে পড়া একজন কিশোরের মনে কীভাবে এমন পাশবিক ও বিকৃত মানসিকতার জন্ম নিল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর উদ্বেগ।

উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে দাবি তুলেছেন, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে অপরাধীর বিরুদ্ধে যেন দ্রুততম সময়ে কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো 'নরপিশাচ' শিশুদের দিকে এমন কুদৃষ্টি দেওয়ার সাহস না পায়।

স্করপিউ থেকে উদ্ধার বিপুল এসকফ

● প্রথম পাতার পর

রাস্তা ব্যবহার করে পালিয়ে যায়। পরে গাড়িটি ফেলে রেখে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।

পরবর্তীতে পুলিশ গাড়িটি তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২২০ বোতল এসকফ সিরাপ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বহিরাজ্য থেকে এই নেশাজাতীয় সিরাপ আগরতলায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত এবং আমবাসা থানার ওসি নন্দন দাস। উদ্ধার হওয়া স্করপিও গাড়িটি আমবাসা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

প্রাঙ্গন

সামার টেবিল টেনিস. টুর্নামেন্টের ১ম পর্বের পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। অল ত্রিপুরা স্টেট সামার টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম পর্বের জমকালো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আজ বিকেল ৩টায় সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হলো। এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন ত্রিপুরা ওবিসি কমিশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, ত্রিপুরা টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রতন চন্দ্র দাস, প্রখ্যাত প্রবীণ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় দীপক ঘোষ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রীমতী ইলা পাল। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ তরুণ খেলোয়াড়দের চমৎকার ক্রীড়াশৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনে রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে মূলত অনূর্ধ-১১ এবং অনূর্ধ-১৩ বয়স ভিত্তিক ক্যাটাগরির শুধুমাত্র সিঙ্গলস ইভেন্টের বিজয়ী ও রানার্স-আপদের পুরস্কৃত করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে কৃতি ক্ষুদে খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি, মেডেল, শংসাপত্র এবং আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন। অনূর্ধ ১১ বছর বালক বিভাগে সাব্রুমের অর্পণ মল্ল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আয়ুশ মজুমদার, গোমতী জেলার কৃতিকেশ দত্ত; বালিকা বিভাগে গোমতী জেলার অনুরূপা দাস, আয়েশা দে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অদিত্রী দেবরায়; অনূর্ধ ১৩ বছর বালক বিভাগে গোমতী জেলার সৌরভ দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুন্নাগ বনিক, সাব্রুমের সৈনিক দাস; বালিকা বিভাগে গোমতী জেলার অনুরূপা দাস, সিপাহীজলা জেলার কৃষিতা দেবনাথ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অদিত্রী দেবরায়; অনূর্ধ ১৫ বছর বালক বিভাগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রিসান দাস, সিপাহীজলা জেলার দেবজিত আচার্য্য, সাব্রুমের অনুপম বর্ধন; বালিকা বিভাগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিন্ধুজা দে, সবরি রায় বর্মন, স্নেহা সরকার যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। পুরস্কার হাতে পেয়ে খুদে খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। টুর্নামেন্টের এই প্রথম পর্বের সফল সমাপ্তি রাজ্যে টেবিল টেনিসের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন আয়োজকরা।

বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটন্যাস অ্যাসো-র বার্ষিক সভায় জেলা আসরের উপর গুরুত্ব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটন্যাস এসোসিয়েশনের (টিবিএফএ) অনুমোদিত সমস্ত জেলা সংস্থাগুলিতে আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে জেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আজ টিবিএফএ-র বার্ষিক সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এর সাথে আগামী ডিসেম্বর মাসে রাজ্যভিত্তিক আসর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সভায় টিবিএফএ-এর সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সভাপতি তনয় দাস। জেলা স্তরের আসরের জন্য সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেন বিভিন্ন জেলার পদাধিকারীরা।

গোমতী জেলার আসর ১২ জুলাই, পশ্চিম জেলার ১৯ জুলাই, সিপাহিজলা জেলায় ২৫ জুলাই, খোয়াই জেলায় ২৬ জুলাই, উত্তর জেলায় ৯ আগষ্ট, ধলাই জেলায় ১৫ আগষ্ট পর হবে। ঊনকোটি জেলার আসরের দিন পরে স্থির হবে। রাজ্য আসরের তারিখ স্থির হয় ২০ ডিসেম্বর।

এদিকে, এদিনের সভায় ৮ লক্ষ টাকার উপর আয় ব্যয়ের হিসাব সভায় গৃহিত হয়।

এর সাথে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তৃণমূল স্তরে খেলোয়াড়দের তুলে আনার জন্য উদ্যোগ নেয়ার উপর জোর দেয়া হয়। এর সাথে টিবিএফএ-এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন টিবিএফএ মুখ্য উপদেষ্টা রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন টিবিএফএ-এর জেলা স্তরের কর্মকর্তা আশীষ সেন, যতন শিব, রাজ্য কমিটির সচিব শাক্তি সাহা, কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ সাহা প্রমুখ।

বিশ্বকাপে দেশের মানুষকে আনন্দের উপলক্ষ এনে দিতে চান ভিয়েৎস

চার বছর আগে কাতার বিশ্বকাপে খেলার পথে ছিলেন ভিয়েৎস, কিন্তু চোটের কারণে সেবার স্বপ্ন পূরণ হয়নি তার। সবচেয়ে বড় মঞ্চে এবার অভিষেকের হাতছানি ২৩ বছর বয়সী ফুটবলারের সামনে। ফিফাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভিয়েৎস বললেন, ছোটবেলা থেকে এই স্বপ্নই দেখে এসেছেন তিনি।

“বিশ্বকাপের চেয়ে বড় আর কিছু নেই: ছোটবেলায় এটা নিয়েই স্বপ্ন দেখতাম। এই বছরের আসরে যদি খেলার সুযোগ পাই, যা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তাহলে সেটা হবে আমার শৈশবের স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ব্যাপার।”

“বিশ্বকাপে মাঠে নামার অনুভূতিটা ঠিক কেমন হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারছি না। আপাতত আমি মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি এবং আশাবাদী যে, আমরা জার্মান জনগণকে উল্লাস করার মতো কিছু উপহার দিতে পারব। বাকি সবকিছুর জন্য, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে।”

গত বছরের জুনে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকে লিভারপুলে যোগ দিয়ে শুরুতে সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছিলেন না ভিয়েৎস। তবে কঠিন সময় পেরিয়ে গত কয়েক মাস ধরে লিভারপুলের হয়ে নিজের সেরা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছেন তিনি।

সবশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতিতে গত মার্চে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে জার্মানির ৪-৩ গোলের রোমাঞ্চকর জয়েও দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দেন তিনি। দুটি অসাধারণ গোল করার পাশাপাশি দলের অন্য দুটি গোলেও রাখেন অবদান। বিশ্বকাপেও তার দিকে তাকিয়ে থাকবে দল। ভিয়েৎসও জানিয়ে দিলেন তার লক্ষ্যের কথা।

“অবশ্যই দলকে ফাইনালে তুলতে, তারপর শিরোপা জেতাতে চাই। তবে সর্বোপরি আমার খেলার মাধ্যমে উদাহরণ তৈরি করতে ও আমার সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করতে চাই। আশা করি, দলে প্রাণশক্তি সঞ্চার করব, গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখব এবং আমাদের অনেক দূর নিয়ে যেতে সাহায্য করব।” গত দুই বিশ্বকাপ একদমই ভালো কাটেনি চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানির; ২০১৪ সালে সবশেষ শিরোপাটি জয়ের পরের দুই আসরেই তারা বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকে। প্রতিবারই তাদের নিয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা থাকে অনেক বেশি, যা খেলোয়াড়দের জন্য চাপেরও। সেই চাপ কীভাবে সামলাবেন, সেটাও বললেন ভিয়েৎস।

“এটা সত্যি যে জার্মানির কাছে সাধারণত অনেক কিছু প্রত্যাশা করা হয়, কারণ আমরা চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং অনেক টুর্নামেন্টেই শক্তিশালী দল হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছি। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সবকিছু খুব একটা ভালো যায়নি, তাই আমরা এই ধারাটা পাল্টে দিতে চাই। সেজন্য আমার ভূমিকা পালন করতে চাই এবং যেমনটা বলেছি, দলকে পথ দেখাতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।”

মরশুমে প্রথমবার নেমেই নজরকাড়া পারফরম্যান্স অর্জুনের, ছেলের জন্য ‘গর্বিত’ শচীন

মরশুমের শুরু থেকে প্রথম ১৩ ম্যাচ তাঁকে বেঞ্চে কাটাতে হয়েছে। বেঞ্চে বসেই দলের একের পর এক হার দেখেছেন। দেখেছেন কীভাবে তাঁর চেয়ে ‘সিনিয়র’ বোলাররা একের পর এক ম্যাচে দলকে ডোবাচ্ছেন। অথচ একটা ম্যাচেও তাঁকে সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবেনি লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যানেজমেন্ট। অর্জুন তেণ্ডুলকর সেই সুযোগ পেলেন মরশুমের একেবারে শেষে-গুরুত্বহীন ম্যাচে। কিন্তু তাঁর রক্তে ক্রিকেট। তিনি জানেন সুযোগ কীভাবে কাজে লাগাতে হয়। শনিবার সেটাই করলেন। লখনউ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে বেশ নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখালেন অর্জুন। ছেলের খেলা দেখে স্বভাবতই গর্বিত বাবা শচীন তেণ্ডুলকর।

৩০ লক্ষ টাকায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে ট্রেড হয়ে আসা অর্জুন শনিবার লোয়ার অর্ডার অলরাউন্ডারের ভূমিকায় খেলেন। ব্যাট হাতে বিশেষ নজর কাড়তে পারেননি। ৫ বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন। পাঁচ বলেই সিঙ্গল নিয়ে উলটো দিকে সিনিয়র ব্যাটারকে স্ট্রাইক দেন। কিন্তু বল হাতে অর্জুন যা খেললেন সেটাকে শুধু নজরকাড়া বললে কম বলা হয়। অর্জুনের ভাগ্য সহায় থাকলে প্রথম ওভারেই উইকেট তুলে নিতে পারতেন। প্রথম ওভারে তাঁর দেওয়া অনবদ্য বাউন্সার সামলাতে পারেননি পাঞ্জাবের প্রভসিমরন গিল। পুল করতে গিয়ে বল ব্যাটার কানায় লাগিয়ে দেন তিনি। কিন্তু অধিনায়ক ঋষভ পন্থ উইকেটের পিছনে সেই ক্যাচ নিতে পারেননি। ফলে উইকেট জোটেনি।

কিন্তু অর্জুন হতাশ হননি। লাগাতার সঠিক লাইন-লেংথে বল করার চেষ্টা করেছেন। বলের গতিও আগের চেয়ে বেড়েছে। এখন নিয়মিত ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটারের ঘরে বল করে চলেছেন। শনিবার শ্রেয়স আইয়ারদের বিরুদ্ধে যেখানে মহম্মদ শামি-প্রিন্স যাদব-মহসিন খানরা প্রত্যেকেই ১১-১২ রান করে ওভারে বিলিয়ে গেলেন সেখানে অর্জুন দিলেন ওভারে মাত্র ৯ রান করে। সঙ্গে নিখুঁত ইয়র্কর লেংথের বলে তুলে নিলেন সেট হয়ে যাওয়া প্রভসিমরনের উইকেট। তাছাড়া যেভাবে ডেথ ওভারে নিয়মিত ইয়র্কর তিনি করছেন, সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। দিনের শেষে ৪ ওভার বল করে এক উইকেটে ৩৬ রান দিলেন তিনি। চার ওভারের মধ্যে দু’ওভার তিনি করেছেন পাওয়ারপ্লে-তে বাকি দু’ওভার ডেথ ওভারে। অর্জুনের এই পারফরম্যান্স দেখে এখন হয়তো লখনউ ম্যানেজমেন্ট হাত কামড়াচ্ছে। পন্থরা হয়তো ভাবছেন, অর্জুনকে মরশুমের শুরু থেকে খেলালে মরশুমটা অন্যরকম হত।

ছেলের এই পারফরম্যান্সে স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত বাবা শচীন তেণ্ডুলকর। তিনি সোশাল মিডিয়ায় বললেন, ‘খুব ভালো খেলেছ অর্জুন। পুরো মরশুমে যেভাবে নিজেকে সামলে রেখেছ, তাতে আমি গর্বিত।

নিজের সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস রেখেছ, ধৈর্য ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছ এবং সুযোগের অপেক্ষায় থেকেও ইতিবাচক থেকেছ। ক্রিকেট শুধু দক্ষতার নয়, ধৈর্যেরও পরীক্ষা নেয়। আজ তুমি দুটোই দারুণভাবে সামলে নিয়েছ।” শচীন বলেন, ‘পা মাটিতে রেখে তুমি ক্রিকেটটাকে যেভাবে ভালোবেসেছ, সেভাবেই ভালোবেসে যাও। আমরা সবসময় তোমার পাশে।”

ইবোলা আতঙ্কে বিপাকে কঙ্গো, বিশ্বকাপে ফুটবলারদের খেলার উপর জারি নয়া নিয়ম!

৫২ বছর পর বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা যাবে কঙ্গোকে। এই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের উচ্ছ্বাসের মাঝেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইবোলা ভাইরাস। পরিস্থিতির গুরুত্ব খতিয়ে দেখে আগেই নজরদারি শুরু করেছিল ফিফা। এবার কঠোর পদক্ষেপ নিল আয়োজক দেশ আমেরিকা। ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে দিয়েছে, নিয়মকানুন নিয়ে কোনও রকম আপস করবে না তারা।

আমেরিকার নির্দেশ অনুযায়ী, বিশ্বকাপের আগে কঙ্গো দলের প্রত্যেক সদস্যকে বেলজিয়ামে ২১ দিনের ‘আইসোলেশন বাবল’-এ থাকতে হবে। এই সময়সীমা পূর্ণ না হলে দলকে আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। এই প্রসঙ্গে হোয়াইট হাউসের ওয়ার্ল কাপ টাস্ক ফোর্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি বলেন, “আমরা কঙ্গোকে জানিয়ে দিয়েছি, টানা ২১ দিন আইসোলেশন বাবলে থাকতে হবে। তার পরেই তারা ১১ জুন হিউস্টনে যেতে পারবে। এই নির্দেশ না মানলে আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া নাও হতে পারে।”

কঙ্গোতে ইবোলা রোগের পরিস্থিতি দিন দিন উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই ১৩০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ৬০০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ আমেরিকা। তিনি আরও বলেন, “আমরা চাই না এই রোগের কারণে আমাদের সীমান্তে কোনও ধরনের বিপদ তৈরি হোক।”

বিশ্বকাপে কঙ্গো রয়েছে গ্রুপ কে-তে। ১৭ জুন হিউস্টনে পর্তুগালের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে তারা। এরপর ২৩ জুন গুয়াদালাহারায় কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আফ্রিকার দেশটি। ২৭ জুন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আটলান্টায় উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ‘দ্য লেপার্ডস’রা। ইবোলা পরিস্থিতির কারণে কঙ্গো আগেই নিজেদের প্রস্তুতি শিবির দেশের বাইরে সরিয়ে নিয়েছে। কিনশাসার বদলে এখন বেলজিয়ামেই চলছে অনুশীলন। পাশাপাশি ডেনমার্ক ও চিলির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথাও রয়েছে। যদিও বহু প্রতীক্ষিত বিশ্বকাপে

জিরানিয়াতে মহকুমা ভিত্তিক স্কুল ক্রিকেট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।জিরানিয়াতে চলতি মহকুমা ভিত্তিক স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বেশ জমজমাট গতিতে চলছে। রবিবার রানিরবাজার স্কুল মাঠে এই টুর্নামেন্টে সংহতি বিদ্যা মন্দির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মুখোমুখি হয় চৌধুরী বাড়ি এইচ এস স্কুলের। এই ম্যাচে সংহতি বিদ্যামন্দির ৩৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল চৌধুরী বাড়ি স্কুলের খেলোয়াড়দের। টস-এ জয়লাভ করে চৌধুরী বাড়ি স্কুলের অধিনায়ক প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে সংহতি বিদ্যামন্দিরের ক্রিকেটাররা ১৭ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১১৩ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে শুভজিৎ দাস ১২, দীপ্তনু দাস ১০, রাহুল দাস ১০, রঞ্জিত সাহা ১৭ রান করে। বলে চৌধুরী বাড়ির স্কুলের পক্ষে ২টি করে উইকেট নেয় শুভজিত দাস ও প্রদীপ দাসরা। জয়ের জন্য চৌধুরী বাড়ি স্কুলের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১১৪ রানের। পাল্টা খেলতে নেমে চৌধুরী বাড়ি স্কুল ১৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৮০ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে শুভজিৎ দাস ৩৫ রান করে। এছাড়া ব্যাট হাতে দলের পক্ষে আর কেউই দুই অংকের রান করতে পারেনি। বল হাতে বিজয়ী দলের পক্ষে তিনটি করে উইকেট নেয় দীপ্তনু দাস ও প্রদীপ দাস। এছাড়া জিত দাস দুইটি উইকেট নেয়। সুবাদে ৩৩ রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করে সংহতি বিদ্যা মন্দির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।

আন্তর্জাতিক রেফারি দিয়ে একদিনের তাইকুন্ডু প্রশিক্ষণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিভিন্ন ইভেন্টের খেলাধুলার মধ্যে অন্যতম একটি হলো তাইকুন্ডু। এই খেলার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল তাইকুন্ডু এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়ারদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামনের দিকে তুলে আনার লক্ষ্যে এসোসিয়েশন এবার আয়োজন করে আন্তর্জাতিক রেফারি দিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির। রবিবার আগরতলা এনএসআরসিসিতে অনুষ্ঠিত হয় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ শিবির। তাতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক মাস্টার বিশ্বজিৎ ঘোষ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে। এদিন সকালে শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ, বিজেপি স্পোর্টস সেলের কনভেনার কমল দেব সহ বিশিষ্টজনেরা। বিশেষ এই শিবির আয়োজন প্রসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজয় কর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ছেলেমেয়েদের শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ। শিবিরে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের মাধ্যমে আগামী দিন রাজ্যে তাইকুন্ডুর অনেক বিস্তার লাভ করবে বলে প্রত্যাশা।

সোনামুড়া ক্রিকেট অ্যাসো-র নতুন কমিটিকে সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ’আপনারা শুধু আপনাদের ছেলে মেয়েকে মাঠে পাঠাবেন, তাদের সমস্ত রকম ক্রিকেট সামগ্রীর যোগান দেবে সোনামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন। যাতে করে ছেলে মেয়েরা তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে তার প্রচেষ্টা জারি রাখবে সোনামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন।’ ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত সোনামুড়া ক্রিকেট

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আজ থেকে শুরু হচ্ছে সদর আন্ত: স্কুল বালকদের টি-২০ ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল, সোমবার থেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে সদর আন্ত: স্কুল বালকদের টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

টুর্নামেন্টের ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী আগামীকাল উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামছে চারটি দল। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের মুখোমুখি হবে প্রগতি বিদ্যাভবন। খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায়। অন্যদিকে বেলা একটায় একই মাঠে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং সেন্ট পলসস্কুল পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে মোট ২৭টি দল। মোট আটটি গ্রুপে ভাগ করে ে

নওয়া হয়েছে দলগুলিকে। টি-টোয়েন্টি এই টুর্নামেন্টে মোট ৪০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী, ৮ জুন পর্যন্ত চলবে গ্রুপ লীগের খেলা। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সরাসরি পৌঁছে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে।

১০ জুন হবে কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি হেভিওয়েট লড়াই। এরপর ১২ জুন অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল এবং ১৪ জুন মেগা ফাইনালের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে টুর্নামেন্টের।

রাজ্যভিত্তিক মোয়েথাই চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্যের মার্শাল আর্ট প্রেমীদের উপস্থিতিতে রবিবার আগরতলা এনএসআরসিসিতে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের রাজ্যভিত্তিক মোয়েথাই চ্যাম্পিয়নশিপ। মোয়েথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজিত এই মেগা রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি হয় আরসিসি বক্সিং হলে। এই হেভিওয়েট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উদ্বোধন করেন রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কমল দেব, ক্রীড়া আধিকারিক অপু রায় সহ আরো বিশিষ্টজনেরা।

এবারের এই চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে উঠে আসা সেরা প্রতিভারা, কারণ মোয়েথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার অনুমোদিত জেলা সংস্থাগুলির মাধ্যমে কড়া বাছাই পর্ব পেরিয়ে নির্বাচিত দুই শতাধিক পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় এই আসরে অংশ নেয়। বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক এবং ওজন ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে এই প্রতিযোগীরা রিংয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে একে অপরের মুখোমুখি হয়। ক্রীড়া মহলের মতে, এই টুর্নামেন্ট থেকে আগামী দিনে জাতীয় স্তরের জন্য রাজ্যের সেরা মোয়েথাই খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়া সহজ হবে। রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোয় ‘ঘাঁটি’ সরিয়ে নিল ইরান

বিশ্বকাপ শুরুর সপ্তাহ তিনেক আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনুশীলন ‘ঘাঁটি’ সরিয়ে নিয়েছে ইরান। শনিবার এ খবর জানিয়ে ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বদলে মেক্সিকোয় বেজক্যাম্প করবে তাদের দল। ফিফা এরই মধ্যে অনুমোদন দিয়েছে।

বিশ্বকাপে প্রতিটি দলের জন্য একটি করে বেজক্যাম্প বা অস্থায়ী আবাস থাকে।

দলগুলোর অনুশীলনসহ সব কর্মকাণ্ড এখান থেকে পরিচালিত হয়। প্রতিটি ম্যাচের আগে-পরে সংশ্লিষ্ট দল বেজক্যাম্পে অবস্থান করে।

ইরানের ফার্স নিউজ এজেন্সিতে প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেশটির ফেডারেশনের সভাপতি মেহদী তাজ বলেন, ‘ভিসাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে ক্যাম্প পরিবর্তন করার যে অনুরোধ আমরা জানিয়েছিলাম, তা ফিফা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তাই আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের কাছাকাছি টিজুয়ানাতে অবস্থান করব। এটি এমন একটি শহর, যা মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত, তবে এর অবস্থান মেক্সিকোতে। আমরা আসলে সেখানে দলের আবাসন তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছি।’

তাজ জানান, বেজক্যাম্প পরিবর্তনের এই পদক্ষেপ ভিসাজনিত জটিলতা এড়াতে সাহায্য করবে এবং ইরানের ফুটবল দল সরাসরি মেক্সিকোতে ভ্রমণের জন্য ইরান এয়ারের ফ্লাইট ব্যবহার করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল কর্তৃক ইরানে হামলার পর থেকে দেশটির বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এবারের বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি মেক্সিকো ও কানাডাও আয়োজক। তবে গ্রুপ পর্বে ইরানের তিনটি ম্যাচই হবে যুক্তরাষ্ট্রে। নিউজিল্যান্ড (১৫ জুন) ও বেলজিয়ামের (২১ জুন) বিপক্ষে ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেস, ২৬ জুন মিসরের বিপক্ষে ম্যাচ সিয়াটলে।

তিনটি ম্যাচের ভেন্যু বিবেচনায় ইরানের বেজক্যাম্প নির্ধারণ করা হয়েছিল অ্যারিজোনার টুকসনে। এখন সেটি পরিবর্তন করলেও তা ইরানের জন্য দূরত্ব কমেছে বলে জানান মেহদি তাজ, ‘লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের যে দুটি ম্যাচ রয়েছে, সেগুলোর জন্য আমাদের দূরত্ব হবে ৫৫ মিনিটের ফ্লাইট। যা টুকসনের তুলনায় অনেক কম।’

ইরানের ফুটবল দল বর্তমানে তুরস্কের আন্টালিয়াতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্কোয়াডের কয়েক সদস্য বিশ্বকাপের ভিসা আবেদন জমা দিতে বৃহস্পতিবার আঙ্কারায় মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলেন।

দুঃস্বপ্নের মরসুম! শেষ ম্যাচে নামার আগে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন পন্থ, আইপিএলে রেকর্ড শামির

দুঃস্বপ্নের মরসুম কেটেছে ঋষভ পন্থের। দুঃস্বপ্নের মরসুম কেটেছে লখনউ সুপার জায়ান্টসের। পয়েন্ট তালিকায় সকলের নীচে তারা। আরও এক মরসুমে ব্যর্থ লখনউ। সেই কারণেই গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে নামার আগে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন পন্থ। যদিও সেই ম্যাচে রেকর্ড গড়লেন মহম্মদ শামি।০০:০১ খেলার আগে টসের পর পন্থ ক্ষমা চেয়ে নেন। তিনি বলেনস “সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমর্থকেরা মাঠ ভরিয়েছেন। আমাদের সমর্থন করেছেন। ওঁদের হতাশ করেছি। এই ম্যাচে নিজেদের ২০০ শতাংস দিয়ে অন্তত ওঁদের মুখে একটু হলেও হাসি ফোটানোর চেষ্টা করব।”

পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নামার আগে ১৩ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট লখনউয়ের। একই পয়েন্ট রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। ফলে খুব বেশি হল ন’নম্বরে উঠতে পারবে লখনউ। তার বেশি নয়। তারকাখচিত দল গড়েও এত খারাপ খেলায় সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

দল খারাপ খেললেও আইপিএলে রেকর্ড গড়েছেন শামি। ইনিংসের প্রথম বলেই প্রিয়াংশ আর্যকে আউট করেন তিনি। আইপিএলে ছ’বার প্রথম বলে উইকেট নিয়েছেন শামি। এটি রেকর্ড। পাঁচ বার প্রথম বলে উইকেট জফ্রা আর্চার। তাঁকে ছাপিয়ে গিয়েছেন শামি। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ইনিংসের প্রথম বলে সবচেয়ে বেশি বার উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদি ও ইংল্যান্ডের লুক উড। ন’বার এই কীর্তি গড়েছেন তাঁরা। আট বার প্রথম বলে উইকেট নিয়েছেন ডেভিড উইলি।

সাত বার এই কীর্তি রয়েছে ট্রেন্ট বোল্টের। ছ’বার করে প্রথম বলে উইকেট নিয়েছেন শামি, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ আমির, ডার্ক ন্যানেস ও সোহেল তনবীর।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চোট নিয়ে খেলেছিলেন, তাই আইপিএলে ফর্মে নেই বুমরাহ? জোরে বোলারকে নিয়ে উত্তর দিল মুম্বই

চলতি আইপিএলে একেবারেই ছন্দে নেই জসপ্রীত বুমরাহ। ১৩টি ম্যাচে মাত্র চারটি উইকেট পেয়েছেন তিনি। মুম্বইয়ের ছিটকে যাওয়ার নেপথ্যে অন্যতম কারণ তাঁর অফ ফর্ম। গ্রুপের শেষ ম্যাচের আগে মুম্বইয়ের কোচ জানালেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চোট নিয়ে খেলেছিলেন বুমরাহ। সে কারণেই আইপিএলে ছন্দ পেতে সময় লেগেছে তাঁর।

রবিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলবে মুম্বই। তার আগের দিন বুমরাহকে নিয়ে মাহেলা জয়বর্ধনে বলেছেন, “ওর অফ ফর্মের নেপথ্যে কিছু কারণ রয়েছে। বিশ্বকাপের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওর একটা হালকা চোট ছিল। সেটা নিয়েই দলে যোগ দিয়েছিল। তাই জন্যই শুরুর দিকে ওকে যথেষ্ট বিশ্রাম দিয়েছিলাম। প্রথম চার-পাঁচটা ম্যাচ কেটে গিয়েছে পুরো সুস্থ হতেই। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, ওর বলের গতি কমে গিয়েছিল।”

জয়বর্ধনের সংযোজন, “এখন বুমরাহ আবার আগের গতিতে বল করছে। গত চার-পাঁচটা ম্যাচে খুব ভাল বল করেছে। কিন্তু এ রকম কঠিন পরিস্থিতি কাটানোর পর ফিরে আসাটা সহজ হয় না। পরিকল্পনা কাজে লাগানোয় সমস্যা হয়। কারণ খেলার পাশাপাশি আপনার নজর থাকে অন্য দিকেও।” উইকেট না পেলেও বুমরাহের ইকনমি রেট বেশ ভাল। ওভারপ্রতি মাত্র ৮.৩৬ রান দিয়েছেন। ফর্মে না থাকলেও বুমরাহকে নিয়ে কেউ ঝুঁকি নেয়নি বলে জানিয়েছেন জয়বর্ধনে। বলেছেন, “শারীরিক ভাবে ও ১০০ শতাংশ ফিট। দুর্ভাগ্যবশত মরসুম শেষ হয়ে গিয়েছে আমাদের। তা ছাড়া, দলগুলোও বুমরাহের বিরুদ্ধে খুব বেশি ঝুঁকি নেয়নি।”

CMYK
জাগরণ 25 May, 2026, Monday আগরতলা ২৫ মে, ২০২৬ ইং, ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিদায়ী ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার

ঢাকা, ২৪ মে : বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের বিদায়ী ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা শনিবার বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে হাইকমিশনারের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর আগামী দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এসময় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণ ও অভিন্ন সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দেশের বহুমুখী সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে ভারতের আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। বৈঠকে উভয় দেশ তাদের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্ভাব্য বিভিন্ন সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব 'আমরা বাঙালী', বিক্ষোভ আগরতলায়

আগরতলা, ২৪ মে :পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, জীবনদায়ী ওষুধ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল 'আমরা বাঙালী' দল। দলের রাজ্য কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন।
বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তারা অভিযোগ করেন, লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। একদিকে যেমন খাদ্যপণ্য ও জ্বালানির দাম বাড়ছে, অন্যদিকে সরকার বিভিন্ন পরিষেবার উপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে সাধারণ মানুষের উপর আরও আর্থিক বোঝা চাপাচ্ছে। দলের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, কর্পোরেটমুখী নীতির কারণে ছোট শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলি ধীরে ধীরে বড় পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। এর ফলে রাজ্য ও দেশে বেকারত্বের হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বক্তারা অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সময় দেওয়া সরকারের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতিই এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।
এদিনের সভায় দেশের বর্তমান বেকার পরিস্থিতি এবং যুব সমাজের মধ্যে নেশার প্রসার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বক্তাদের দাবি, কর্মসংস্থানের অভাব এবং সামাজিক অনিশ্চয়তার কারণে বহু যুবক নেশার কবলে পড়ছে, যা সমাজের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে 'আমরা বাঙালী' দলের নেতারা বলেন, সরকার মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরলেও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি মজুত রয়েছে। তাহলে বারবার কেন জ্বালানির দাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তারা। দলের পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা, বিকল্প জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বেকার যুবকদের জন্য ব্লক স্তরে সরকারি সহায়তায় কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প চালুর দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি ব্লক ও বাজার এলাকায় হিমঘর নির্মাণ এবং নেশা ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও জানানো হয়।

আমতলী বাইপাস সড়কে অটো দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে: রবিবার বিকেলে আমতলী থানার সংলগ্ন বাইপাস সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী অটো উল্টে যাওয়ায় গুরুতর আহত হন এক যুবক। আহত যুবকের নাম বিকাশ সরকার। তাঁর বাড়ি লংকামুড়া এলাকায় বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে খবর, অটোটি দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়।

গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে বিতর্কে শান্তির বাজারের শোরুম

শান্তিরবাজার, ২৪ মে: শান্তির বাজার শহরে অবস্থিত 'মা হুন্ডা' বাইক শোরুমের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়ম ও গ্রাহক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরেই শোরুমটির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সামনে এলেও সম্প্রতি এক গ্রাহক সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতেই বিষয়টি নতুন করে চর্চায় উঠে এসেছে।
অভিযোগ, বাইক সার্ভিসিংয়ের সময় গ্রাহকদের সার্ভিসিং রুমে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।
ফলে সার্ভিসিংয়ের নামে বাইকের ভালো যন্ত্রাংশ খুলে অন্য নিম্নমানের যন্ত্রাংশ লাগিয়ে অতিরিক্ত বিল আদায় করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন কয়েকজন গ্রাহক। এমনই এক অভিযোগ নিয়ে এক গ্রাহক সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হলে, তার বক্তব্য দেওয়ার সময় শোরুমের এক কর্মী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, শোরুমের বাইকগুলো জাতীয় সড়কের পাশে এলোমেলোভাবে রেখে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, শোরুমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রশাসনের দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পাশাপাশি গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষায় প্রশাসনের কড়া নজরদারিরও দাবি তুলেছেন তারা।
তবে এই অভিযোগের বিষয়ে শোরুম কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দিল ডি ওয়াই এফ আই যোগেন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটি

আগরতলা, ২৪ মে: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাতে রবিবার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল ডি ওয়াই এফ আই যোগেন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটি। এদিন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ফুলের তোড়া, কলম ও শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনে আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতেই এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরাও কৃতী পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানিয়ে তাদের আগামী দিনের সাফল্য কামনা করেন।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রামু দাস, ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সভাপতি গৌতম ঘোষ, অঞ্চল কমিটির সম্পাদক রাজীব সরকার, অঞ্চল সভাপতি প্রসন্ন দাস, বিভাগীয় কমিটির সদস্যা মৌটুসী সাহা এবং শ্রমিক আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেত্রী নীলাঞ্জনা রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠান শেষে কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ লক্ষ্য করা যায়।

কাজিরবাজারে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের জমি দখলের অভিযোগে নাগরিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে: অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত সরকারি জমি ভূ-মাফিয়াদের দখলে চলে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতাবাড়ির কাজিরবাজার এলাকায় এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত জমি দখলমুক্ত করে সেখানে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানান এবং রামকৃষ্ণনগরের বিধায়ক বিজয় মালাকার-এর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, রাতাবাড়ি এলাকার দীর্ঘদিনের দাবির ভিত্তিতে কাজিরবাজার সংলগ্ন এলাকায় কয়েক কোটি টাকা মূল্যের প্রায় তিন বিঘা জমি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ওই জমি একাংশ ভূ-মাফিয়াদের জবরদখলে চলে যায় বলে অভিযোগ ওঠে।
মুচ্ছাব্বির আলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্লুবার্ড অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ তথা বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা আব্দুল হাসিব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, কাজিরবাজারে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের গণদাবি। এই জমি দখলের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি বিধায়ক বিজয় মালাকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং বিধায়ক আশ্বাস দিয়েছেন যে গুরুত্বপূর্ণ এই জমি কোনওভাবেই ব্যক্তি বিশেষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না।
সভায় বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার পাথারকান্দি মণ্ডলের সহ-সভাপতি এনাম উদ্দিন আবুল অভিযোগ করে বলেন, অভিযুক্ত ভূ-মাফিয়া চক্র ইতিমধ্যেই একটি পানীয় জল প্রকল্পের জমিও দখল করে রেখেছে। তিনি দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানান।
এছাড়াও কাজিরবাজার সমবায় সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বাহা উদ্দিন ভূ-মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। রাতাবাড়ি জিপির প্রাক্তন সভাপতি নুরুল ইসলাম বলেন, পূর্বে এলাকায় অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সেই প্রক্রিয়া থমকে যায়।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নুরুল হক, নজমুদ্দিন আহমদ, সুহেল আহমদ, হোসেন আহমদ, হিফজুর রহমান, জমিল আহমদ, কবির আহমদ সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সভা থেকে দ্রুত জমি দখলমুক্ত করে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করার দাবি জানানো হয়।

ত্রিপুরা আচার্য্য সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে: ত্রিপুরা আচার্য্য সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে রবিবার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মানবিক এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, রক্তদান একটি মহৎ মানবিক কাজ, যা একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশেষ করে যুব সমাজকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ইসরোর যুব বিজ্ঞানী কার্যক্রম শেষে রাজ্যে ফিরল ১৪ মেধাবী পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে: গত ১০ মে রাজ্য থেকে ১৪ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী গুজরাটের আহমেদাবাদে অবস্থিত ইসরোর স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত "যুব বিজ্ঞানী কার্যক্রম - ২০২৬" - এ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে এই মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়।
১৩ দিনব্যাপী এই বিশেষ বিজ্ঞান কর্মসূচি সম্পন্ন করে শনিবার তারা রাজ্যে ফিরে আসে। আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে পৌঁছাতেই ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল ও শুভেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া হয়। পবিবাব - পবিজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের অভিনন্দনে মুখর হয়ে ওঠে বিমানবন্দর চত্বর।
সিপাহীজলা জেলার একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, সিপাহীজলার দশম শ্রেণির ছাত্রী স্নিগ্ধালতা ঘোষ। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সে জানায়, ইসরোর মতো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের ও স্মরণীয়। সে বলে, "বড় বড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলা, বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র ঘুরে দেখা এবং নিজ হাতে 'প্রজ্ঞান'-এর মতো রোবট তৈরি, রকেট নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের অভিজ্ঞতা সত্যিই অভাবনীয় ছিল। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছি।"
স্নিগ্ধালতা আরও জানায়, ভবিষ্যতে ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্য থেকেও আরও বেশি সংখ্যক প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী ইসরোর মতো মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করে দেশের গর্ব বাড়াবে বলেই তাদের আশা।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, সরকারি সাহায্যের আর্জি

আগরতলা, ২৪ মে : সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল বর্ষণের জেরে মান্দাই বিধানসভার অন্তর্গত দিয়ারি এলাকার এক দরিদ্র পরিবারের বসতঘরের ছাদ উড়ে গিয়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনার পর স্থানীয় বিধায়কের পক্ষ থেকে পরিবারটিকে সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হলেও, অভিযোগ দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনো ধরনের সরকারি বা বেসরকারি সহায়তা মেলেনি।
জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি অত্যন্ত সাধারণ ও আর্থিকভাবে দুর্বল। ঝড়ে ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর থেকে তারা চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বর্তমানে নিজেদের ঘরে থাকার মতো পরিস্থিতি না থাকায় বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে পরিবারটিকে।
ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং দ্রুত সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন। কিন্তু পরিবারের দাবি, আশ্বাস মিললেও এখনও পর্যন্ত কোনো ত্রাণ সামগ্রী কিংবা আর্থিক সহায়তা তাদের হাতে পৌঁছায়নি।

মাছ ধরার জালে আটকে বিষধর কেউটে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ মে : কৈলাসহরের গৌরনগর আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত লাঠিয়াপুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খিলেরবন্ধ এলাকায় মাছ ধরার জালে আটকে পড়া এক বিষধর সাপকে উদ্ধার করে মানবিকতার পরিচয় দিলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। সাপটিকে না মেরে উদ্ধারকারী দলের হাতে তুলে দেওয়ায় এলাকায় পরিবেশ সচেতনতারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির পর এলাকার এক মৎস্যজীবী জলাশয়ে পাতা মাছ ধরার জাল তুলতে গিয়ে দেখতে পান, মাছের বদলে জালে জড়িয়ে রয়েছে একটি বিশাল আকৃতির বিষধর সাপ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তবে আতঙ্কিত না হয়ে গ্রামবাসীরা সাপটিকে আঘাত না করে কুমারঘাটের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা সংস্থা 'এনিমেল এইড অ্যালায়েন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
খবর পেয়ে সংস্থার সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ডা: গৌতম মল্লিকের নেতৃত্বে সুরজ মালাকার, অনুপ দেবনাথ, মৃদুল ঘোষ, প্রদীপ দেবনাথ, সাগর দেবনাথ ও রাহুল দেব অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জাল কেটে সাপটিকে উদ্ধার করেন। পরে জানা যায়, উদ্ধার হওয়া সাপটি একটি মারাত্মক বিষধর 'মনোক্লেড কোবরা' বা কেউটে সাপ। জালে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকায় সাপটি সামান্য আহত হয়েছিল বলেও জানান উদ্ধারকারীরা।
এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডা: গৌতম মল্লিক বলেন, "বন্যপ্রাণী আমাদের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কোনো বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়লে তাকে হত্যা না করে বনদপ্তর কিংবা উদ্ধারকারী সংস্থাকে খবর দেওয়া উচিত।" তিনি আরও জানান, বনদপ্তরের সহযোগিতায় উদ্ধার হওয়া প্রাণীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর পুনরায় প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়।
এদিকে, এই ঘটনার পর কৈলাসহর মহকুমা বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় সচেতন মহলের একাংশ। তাদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষ ও একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেখানে বন্যপ্রাণী রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, সেখানে বনদপ্তরের নিষ্ক্রিয়তা হতাশাজনক। পাশাপাশি বনাঞ্চল ধ্বংস, অবৈধ বালি পরিবহন, কাঠ চোরাচালান এবং বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি ফার্নিচারের দোকান গজিয়ে ওঠার মতো ঘটনাতেও বনদপ্তরের কার্যকর ভূমিকা চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে ভবিষ্যতে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় বনদপ্তর কতটা দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচি ও মশা নিধক মাছ অবমুক্তকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে: মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগরতলার জগাহর বাড়ি রোড এলাকায় এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
"মশা নিধক মাছ অবমুক্তকরণ ও সচেতনতা কর্মসূচি"-র মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন নিকাশি নালা ও স্থির জলে গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়, যা প্রাকৃতিক উপায়ে মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
এই উদ্যোগ প্রয়াত সমাজসেবী শংকর গৌড়-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজন করেন তাঁর পুত্র সৌরভ গৌড়। আয়োজকদের বক্তব্য, সমাজকল্যাণ ও মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী শংকর গৌড় জীবদ্দশায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্মৃতিকে সামনে রেখেই এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রণব সরকার বলেন, মশা নিধক মাছ পরিবেশবান্ধব এবং বৈজ্ঞানিকভাবে কার্যকর একটি পদ্ধতি, যা মশার বংশবিস্তার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
তিনি বলেন, শুধুমাত্র প্রশাসনের উপর নির্ভর করলে চলবে না, বরং বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা, কোথাও জল জমতে না দেওয়া এবং নিকাশি নালায় আবর্জনা না ফেলার মতো সাধারণ অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ জমে থাকা জল থেকেই মশার বংশবিস্তার ঘটে এবং ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেন, এই ধরনের সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও বেশি মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে এবং সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেবে। আয়োজকদের দাবি, পরিবেশ সচেতনতা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মহিলা মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপি মোদি সরকারের সাফল্য প্রচারে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে: দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মহিলা মোর্চার নেতৃত্বদের নিয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক করল বিজেপি। রবিবার বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তরে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার, বিজেপির সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য সহ দলের একাধিক নেতৃত্ব।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজেপির সাতটি মোর্চার সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে নিয়মিতভাবেই এ ধরনের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিনের বৈঠকে বিশেষভাবে মহিলা মোর্চার সাংগঠনিক বিস্তার, বুথস্তরে কর্মসূচি পরিচালনা এবং জনসংযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনকালের ১৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে মহিলা মোর্চাকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সেই লক্ষ্যে আগামী দিনে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।
এছাড়াও সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং মহিলা মোর্চার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে।

মুঙ্গিয়াকামিতে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ১০৫ কেজি গাঁজা, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুঙ্গিয়াকামি, ২৪ মে: নেশা বিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। রবিবার গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের ৪১ মাইল এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি রাজু বৈদ্য-র নেতৃত্বে একদল পুলিশ জাতীয় সড়কের ৪১ মাইল এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে। সেই সময় সন্দেহজনকভাবে আসা টিআর - ০৫ - কে - ১৮৯২ নম্বরের একটি বোলেরো গাড়িকে থামানো হয়।
পরবর্তীতে গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১০৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। তবে অভিযানের সময় গাড়ির চালক ও অন্যান্য আরোহীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ফলে কাউকেই আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার হওয়া গাড়িটি পুলিশ জব্দ করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় সড়ক ব্যবহার করে অবৈধভাবে মাদক পাচার করা হচ্ছিল। এই ধরনের পাচারচক্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।
এদিকে, বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হলেও পাচারকারীদের আটক করা না যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বক্সনগরের ঈদ উপলক্ষে পশু বিক্রির হাট জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ মে: ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বছরে দুটি ঈদ, একটি হলো ঈদুল ফিতর আরেকটি হল ঈদুজ্জোহা, আগামী ২৮ শে মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোরবানির ঈদ। সেই উপলক্ষে পশুর হাট বসেছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই। তারই অঙ্গ হিসেবে বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে আজ সকাল ৭ ঘটিকা হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের আন্ত প্রান্তে সীমান্ত থেকে পশু নিয়ে হাজির কুরবানী উপলক্ষে ক্রয় বিক্রয় করা।
ঈদ বলে কথা, আনন্দ বাতাসে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে,আর ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করছে কখন জানি পশু বাড়িতে নিয়ে আসে কুরবানীর জন্য। তফিক অনুসারে যে যার মত করে পশু ক্রয় করেন। বক্সনগর পশুর হাট ছিল লক্ষণীয় হাজার হাজার গরু ছাগল বেচা বিক্রি হয়েছে। ৪০ থেকে ৭০-৮০ হাজার টাকার গবাদি পশু বেশি পরিমাণে বিক্রি হয়েছে। প্রচন্ড গরম আর কাঠফাটা রোদে বসে নেই ক্রেতা বিক্রেতা। মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে বসে রয়েছে কোরবানি পশু হাট পরিচালনা কমিটি। কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমে পশুর হাটে বাঁশ দিয়ে লাইন এবং খুঁটি বসানো হয়, ক্রেতা বিক্রেতার সুবিধার্থে, রয়েছে প্রয়োজনীয় পানীয় জলের ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা প্রশাসনের প্রশাসন কমিটির ভলান্টিয়াররা।
কুরবানীর পশুর বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জাতী উপজাতি সকল অংশে মানুষের মধ্যে মিলন তীর্থক্ষেত্র। এখানে হিন্দু-মুসলিমের কোন ভেজাবেথ নেই পরিচালন কমিটির অধিকাংশ লোকই হিন্দু সম্প্রদায়, বক্সনগর এর বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের প্রচেষ্টায় আজকের এই গরু বাজার পশুর হাট ঐতিহাসিক রূপ নিয়েছে। কোথাও তিল ধরনের জায়গা নেই বাইক গাড়ি স্কুটার থেকে দোকানপাট সবকিছুতেই ছিল লোকে লোকা রান্য। একজন বড় বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল গরুটি বাজারে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করার জন্য বলেছেন উনি আশাবাদী আরেকটু বেশি বিক্রি করবেন।
বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, বৃহস্পতিবার ২৮ তারিখ ঈদ উল আযহা উপলক্ষে ধর্মাপান মুসলিমদের কোরবানির ঈদে সমস্ত ধর্মের হিন্দু মুসলিম বুদ্ধ খৃষ্টান সবার সুখ সমৃদ্ধি এবং মিলন সংহতি ভাতৃত্বেবোধ গড়ে উঠুক। বক্সনগর এর ঐতিহাসিক গরু বাজারে সবাইকে ঈদ মোবারক এবং রাজ্যবাসীকেও ঈদ মোবারক জানান। ভালোবাসার মেলবন্ধন এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মিলন মেলা, পূজা পার্বণে হিন্দু ছেলেরা অংশগ্রহণ করে আর পাশাপাশি কুরবানী অথবা ঈদুল ফিতরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হিন্দুরাও সক্রিয় সহযোগিতা করেন এটা বক্স নগরের চীরা চরিত প্রথা হিন্দু মুসলিম বলে কিছু নেই। খুশির আনন্দ নিয়ে আসুক সবার ঘরে ঘরে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas